اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

এল্‌ম ও আ'মল (১)

ভলিউম-৩

লেখক

কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক

মাওলানা মোহাম্মদ নূরুর রহমান এম,এম; এফ,আর
প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ, রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

www.BANGLAKITAB.com

সূচী-পত্র

আল্‌ফাযুল কোরআন ... ... ২—৮৭

কোরআন সম্পর্কে—৩, তেলাওয়াতে কোরআন ফরযে কেফায়াহ্—৩, হরূফে মোকাত্তাআত—৫, মুসলমানের প্রকারভেদ—৬, আধুনিক শিক্ষা এবং উন্নতি—৭, আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের রহস্য—৯, আলেমদের সংসর্গে থাকার প্রয়োজনীয়তা--৯, আধুনিক শিক্ষা লাভের পদ্ধতি—১২, ধর্মীয় এবং পার্থিব স্বার্থের প্রভেদ—১৩, স্বার্থ ও প্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া—১৪, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত এড়াইবার বাহানা—১৬, অর্থের ক্ষেত্র—১৭, শব্দের অর্থ—১৯, কোরআনের শব্দগুলির হেফাযত—২০, আল্লাহ্‌র আলো নিভিতে পারে না—২২, আল্লাহ্‌র মরযীর প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা--২৫, খোদা তা'আলার সহিত সম্পর্কহীনতা—২৭, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের উপায়—৩০, হুযূর (দঃ)-এর মুখস্থ শক্তি ও দৈহিক শক্তি—৩০, শব্দ সংরক্ষণের গুরুত্ব—৩৩, খেলাফতের কর্তব্য—৩৪, বিপদ সঙ্কেত—৩৬, হেফাযতের স্বরূপ—৩৬, বিদ্যা ও গুণবত্তার গৌরব— ৩৮, আখেরাতের মুদ্রা— ৪০, জ্ঞান প্রসূত ও স্বাভাবিক মহব্বত—৪১, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কথোপকথন—৪৪, আলফাযে কোরআনের প্রতি মহব্বত—৪৬, কোরআনের শব্দের প্রতি মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা—৪৭, শব্দ ও অর্থের আনন্দ—৪৮, শব্দের গুরুত্ব—৪৯, "মতনবিহীন" কোরআনের উর্দু তরজমা—৫১, উর্দুতে নামায—৫১, বিশুদ্ধভাবে কোরআন পাঠের গুরুত্ব—৫২, পার্থিব এবং অপার্থিব অকৃতকার্যতার ফল— ৫৪, আত্মসমর্পণ ও অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তা—৫৫, আরাম-প্রিয়তার পরিণাম— ৫৮, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের শান্তির রহস্য—৫৯, শাসক শ্রেণী এবং আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের সম্মানের পার্থক্য—৬০, আওলিয়াদের প্রতি সম্মানের নিয়ম—৬২, এখ্‌লাছের মর্যাদা ও মূল্য—৬৪, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য—৬৫, সেমার (সঙ্গিতের) শর্ত—৬৭, কবর পাকা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা—৬৮, কবরের ফয়েযের রকম—৬৯, এবাদতের বরকত—৭০, নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর ত্রুটি—৭০, মুর্খ দরবেশদের ভুল—৭২, কলন্দরীর স্বরূপ—৭৩, আলেম সমাজের ভুল—৭৫, আলেম সমাজকে সতর্কীকরণ—৭৯, আমলের উপযোগী দৃষ্টান্ত—৮০, দুনিয়াও ধর্মের শান্তির রহস্য—৮০, সাধারণ লোকের সংশোধনের উপায়—৮২, কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্মতত্ত্ব—৮৩, হুরূপে মোকাত্তাআতের রহস্য—৮৫।

www.BANGLAKITAB.com

তা'মীমুত্ তা'লীম ... ... ৮৮—২০৭

ভূমিকা—৮৯, যাদু বিদ্যা—৮৯ নিয়তের প্রভাব—৯১, এশ্‌কের মর্যাদা—৯৩ শরীয়ত-বিধান এবং কারণ—৯৭, শরীয়তের মূলনীতি—৯৯, আত্মগরীমা ও অহংকার—১০৩, যুক্তি সঙ্গত কারণ—১০৫ বিধানসমূহের হেকমত—১০৮, আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক—১১০, হারাম হওয়ার ভিত্তি—১১২, ওযূ ছাড়া নামায—১১৪, লীডারদের নামায—১১৫, মৌলবীর পরিচয়—১১৬, বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া—১১৮, তন্ত্র-মন্ত্র এবং ওযীফা আমল করা—১২১, মোহিনী শক্তি ও মেস্‌মেরিযমের স্বরূপ—১২২, কোরআন হাদীসে অনুরূপ আমলের সীমা—১২৬ যাদুর ক্রিয়া—১২৮, কাশফের বিপদ—১৩১, স্ত্রী-শিক্ষার পদ্ধতি—১৩২, ধর্ম-কর্মে সীমাহীন বাড়াবাড়ি—১৩৬, জনসাধারণের বিশ্বাস—১৩৮, ওয়ায়েযগণের রুচি—১৩৯, হারূত-মারূত—১৪১, মাজযুব এবং তরীকত পন্থির প্রভেদ—১৪৬, কামেলদের কামালত—১৪৮, যাদুর নানাবিধ ক্রিয়া—১৫২, প্রশংসনীয় এল্‌ম—১৫৪ মুনাযারা বা বিতর্কের কুফল—১৫৫, অনিষ্টকর ও হিতকর বিদ্যা—১৬২, আলেমদের ভুল—১৬৫, সাধারণ লোকের ভুল—১৬৬, আলেমদের ত্রুটি—১৭০, আলেমদের প্রতি হেদায়েত—১৭৭, এল্‌মের পরশমণি—১৮০, এল্‌মের ফযীলত—১৮২, সংসর্গের ফল—১৮৪, আমীর ও বড় লোকদের ত্রুটি—১৮৬, এলমের মূল্য—১৮৭, তালেবে এল্‌ম নির্বাচন—১৯০, কতিপয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসা—১৯৫, হিতকর বিদ্যা—২০২, কাজের কথা—২০৫।

এল্‌মের ব্যাপকতা ... ... ২০৮—২৫৫

প্রয়োজনীয় বিষয়ের এল্‌ম—২০৯, এল্‌মের আধিক্য—২১০, লয্‌যতের প্রভেদ—২১৩, খোদা-ভীতি ও একাগ্রতার স্বরূপ—২১৪, সৃষ্টিকর্তা ও জ্ঞানী হওয়া—২১৬, খোদা-ভীতির সীমা—২২০, স্বাদ উপভোগ এবং মোহিত থাকা—২২৩, পারিশ্রমিক এবং খোরাক পোশাকের পার্থক্য—২২৪, নেস্‌বত বা সম্বন্ধের স্বরূপ—২২৫, পারিশ্রমিক ও খোরাকি-ভাতার প্রভেদ—২২৭, এল্‌মের হাকীকত—২২৯, তাকওয়ার হাকীকত—২৪১, তাকওয়ার দৃষ্টান্ত—২৪৫, তালেবে এল্‌মদের ত্রুটি—২৪৬, আলেমদের সম্মান—২৪৮, আন্‌ওয়ার ও আস্‌রার—২৪৯, কতিপয় তাওজীহ্—২৫৩।

—×—

www.BANGLAKITAB.com

মুখবন্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

সৃষ্টির আদিকাল হইতে কেবল এই উদ্দেশ্যেই আম্বিয়া আলাইহিমুছ্‌ছালাতু ওয়াস্‌সালাম প্রেরিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা আল্লাহ্‌ পাকের সহিত সম্পর্কহারা মানব জাতিকে ওয়ায-নছীহত এবং এরশাদ ও হেদায়তের সাহায্যে পুনরায় আল্লাহ তা'আলার সহিত তাহাদের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিবেন। এই মর্মেই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"অর্থাৎ,(হে মোহাম্মদ দঃ !) আপনি (বিভ্রান্ত মানব জাতিকে) সুন্দর নছীহত এবং হেকমতের সহিত আপনার প্রভুর পথের দিকে আহ্বান করুন।"

এই জন্যই যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম উক্ত উদ্দেশ্যকে স্বীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্যরূপে অবলম্বন করিয়াছেন এবং উক্ত উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দুনিয়ার যাবতীয় লোভ লালসা, ভয়-ভীতি ও তিরস্কার ভৎর্সনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দা'ওয়াতে হক্কের মশাল হাতে বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই নবীর সত্যিকারের ওয়ারিশ বলিয়া দাবী করিতে পারেন। এই পবিত্র ও মহান মনীষীদেরই বদৌলতে, অসংখ্য ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বাধা-বিঘ্নের মোকাবেলায়, আজও পৃথিবীর বুকে ইসলামের মশাল প্রজ্জলিত রহিয়াছে। ইন্‌শাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ইহা প্রজ্জলিতই থাকিবে। এই প্রসঙ্গে হুযুর (দঃ) বলিয়াছেন :

لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ -

"অর্থাৎ, আমার উম্মতের একদল সর্বদা সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। শত্রু পক্ষ তাহাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। সুতরাং কোন শতাব্দী এবং কোন যুগই এই পবিত্র সত্য-পন্থীর দল হইতে শূন্য থাকিতে পারে না। প্রত্যেক যুগেই ইহাদের এক দল বিদ্যমান থাকিয়া ইসলাম প্রচার করেন এবং আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চে তুলিয়া ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রঃ)(জন্ম– ১২৮০ হিঃ মৃত্যু—১৩৬২ হিঃ) মহান ব্যক্তিত্ব ছিল এই খোদায়ী সাহায্য প্রাপ্ত দলের শিরোমণি। সমগ্র জগত তাঁহাকে হাকীমুল উম্মত (আত্মার চিকিৎসক) এবং মুজাদ্দিদুল মিল্লাৎ (যুগ সংস্কারক) আখ্যায় আখ্যায়িত করিত। এই আখ্যা বাস্তবিকই তাঁহার প্রাপ্য ছিল। তিনি নিজের রচিত ও সংকলিত প্রায় সহস্রাধিক কিতাব রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই মহামূল্য ও অমর অবদান ওয়াযসমূহের কতিপয় ওয়ায বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাংলাভাষী ভাইদের খেদমতে পেশ করা হইতেছে।

ধর্মের অপরাপর শাখার ন্যায় পেশাদার ওয়ায়েযগণ জনসাধারণের চক্ষে ধর্মীয় ওয়াযের মর্যাদা খর্ব ও হীন করিয়া দিয়াছে। বিশেষতঃ ধর্মীয় ওয়াযের নামে বাংলা ও উর্দু ভাষায় আজ পর্যন্ত যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে উহা পাঠ করিয়া ধর্মীয় ওয়াযের স্বরূপ সম্বন্ধে জনমনে এরূপ ধারণা জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ধর্মের সুন্নত, মুস্তাহাব এবং কতিপয় নিষ্প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে

www.BANGLAKITAB.com

অতিরঞ্জিত এবং অচিন্তনীয় বা বিবেক বহির্ভূত ফযিলত ও উদগ্র বাসনা সৃষ্টি এবং মিথ্যা ও অলীক হাদীস এবং সত্যের সহিত সংগতিহীন কাল্পনিক জগতের কতিপয় চিত্তাকর্ষক ও মুখরোচক কেস্‌সা কাহিনীর সমষ্টির নামই ওয়ায। অবশ্য ইত্যাকার ধারণা পোষণের জন্য তাহাদিগকে দোষারোপ করা যায় না। কারণ সচরাচর যে সমস্ত ওয়ায শ্রবণ বা ওয়াযের বহি পুস্তক পাঠের সুযোগ তাহারা পাইয়া থাকে, সত্য বলিতে কি, উহার অধিকাংশই জ্ঞান বুদ্ধির উন্নতি সাধন এবং সামাজিক ও চারিত্রিক দুর্বলতার সংস্কার বা সংশোধনের পরিপন্থী। এমনকি, ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের ভুল বিশ্বাস, বিরূপ ধারণা এবং নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইতে থাকে।

মাওয়ায়েযে আশরাফিয়ার এই সংকলন পাঠ করিবার পর ইহারা নিজেদের সেই ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্তন করিতে নিশ্চয়ই বাধ্য হইবে। তাহাদের চোখ খুলিয়া যাইবে। তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, সত্যিকার ওয়ায, যাহা নবীদের দায়িত্ব ছিল, কাহাকে বলে এবং মানব প্রকৃতির উন্নতি বিধান এবং সামাজিক জীবন গঠন ও উহার উন্নতি সাধনে ইহা কত প্রয়োজনীয় এবং কত উপকারী।

মাওয়ায়েযে আশরাফিয়ার প্রশংসায় কিছু বলিতে যাওয়া সূর্যকে আলো দেখানোরই সমতুল্য :

آفتاب آمد دلیل آفتاب অর্থাৎ, সূর্য নিজেই নিজের প্রমাণ।

مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید -

"আতরের সুগন্ধিই আতরের পরিচয়; আতর বিক্রেতার প্রশংসার মুখাপেক্ষী নহে।"

মাওয়ায়েযে আশরাফিয়ার পাঠকবৃন্দ প্রথম দৃষ্টিতেই উহার মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলী উপলব্ধি করিতে পারিবেন-

১। এই ওয়াযগুলি কোরআন-হাদীসের সত্যিকারের ব্যাখ্যা হিসাবে ইহার উপকারিতা কোন স্থান বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; বরং ইহা প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক স্তরের জন্য সর্বদা প্রাথমিক কালের ন্যায়ই সমান উপকারী ও শিক্ষণীয়।

২। প্রতিটি ওয়াযের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত—প্রত্যেকটি কথাই জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্ম তত্ত্ব সারগর্ভ চিন্তার বিকাশ এবং সংস্কারমূলক হেদায়তে পরিপূর্ণ। শুধু জোর গলাবাযী ও বিচিত্র বর্ণনা ভঙ্গী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থহীন ও অমূলক বাক্যের সংমিশ্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

৩। প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত, সমস্ত কেস্‌সা কাহিনী এবং কৌতুকবাক্যই উপদেশমূলক এবং জ্ঞান বর্ধক। এমন কোন কেস্‌সাই ইহাতে নাই যাহা কেবল সাময়িক আনন্দ প্রদান এবং শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিয়া বাহবা হাসিল করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৪। ইহাতে মিথ্যা ও অলীক রেওয়ায়েত এবং কাল্পনিক কেস্‌সা কাহিনীর নাম গন্ধও নাই। যাহাকিছু বলা হইয়াছে—নির্ভরযোগ্য সনদ, সঠিক বরাত এবং সুষ্ঠু জ্ঞান ও বিবেকের কষ্টি পাথরের যাচাই করিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে।

৫। পেশাদার ওয়ায়েযদের ন্যায় স্থান, কাল এবং শ্রোতৃবর্গের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রত্যেক ওয়াযে একই জাতীয় কয়েকটা কথা বার বার আওড়ান হয় নাই যাহাতে দুই চারিটি ওয়ায শ্রবণ বা পাঠ করার পরই বিরক্তি ও বিতৃষ্ণভাব উৎপন্ন হয়; বরং ইহার প্রত্যেকটি ওয়াযেই শ্রোতৃবর্গের ধর্মীয় প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী নূতন নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় এবং শরীয়ত বিধানসমূহের হেকমত ও রহস্যসমৃদ্ধ দৃষ্টিপথে তরঙ্গায়িত হইবে। অর্থাৎ, একটি ওয়ায পাঠ করার পর আর একটি পাঠের পিপাসা বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে।

www.BANGLAKITAB.com

৬। আমলের ফযিলত বর্ণনা, বেহেশ্‌তের প্রতি আগ্রহান্বিত করা এবং দোযখের ভয় প্রদর্শনের মধ্যেই এই ওয়াযগুলি সীমাবদ্ধ নহে ; বরং অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আহকাম এবং দ্বীনী মাসায়েলের ব্যাখ্যা রহস্য ও হেকমত সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ এবং এল্‌মে মা'রেফাত ও হাকীকতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, ইহার বিভিন্ন স্তরের অতুলনীয় বিশ্লেষণের মহা মূল্য ও অফুরন্ত ভাণ্ডারে এসমস্ত ওয়ায পরিপূর্ণ।

৭। এই পবিত্র মাওয়ায়েযের সর্বপ্রধান ও মৌলিক বিশেষত্ব এই যে, ইহা এমন একজন মহা পুরুষের ওয়ায যাঁহার কথা ও কাজ এবং ভিতর বাহিরের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। এই কারণেই তাঁহার ওয়াযের মধ্যে কোথাও লৌকিকতা এবং কৃত্রিমতার নাম গন্ধ পর্যন্ত নাই। নিয়মও তাইঃ

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ضرور -

অন্তর হইতে যে কথা বাহির হয় উহার ক্রিয়া অবশ্যই হয়।" সুতরাং উহার সক্রিয় আকর্ষণে প্রত্যেক শ্রোতা ও পাঠকের অন্তরে সত্যান্বেষণের স্পৃহা এবং নেক আমলের আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে জাগিয়া উঠে। ইহা বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতারই ফল ঃ

این سعادت بزور بازو نیست + تا نه بخشد خدائے بخشنده -

"আল্লাহ্‌ তাআলা দান না করিলে এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জন করা যায় না।"

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণে তৎকালীন বিশিষ্ট আলেমগণ হযরত মাওলানা থানভীর (রঃ) ওয়াযগুলিকে যথাসময়ে শব্দে শব্দে অবিকল নকল করিয়া লওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। এইভাবে তাঁহার অধিকাংশ ওয়াযই লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর পুস্তকাকারে প্রকাশ করার পূর্বে সন্দেহযুক্ত হওয়ার জন্য স্বয়ং হযরত মাওলানা কর্তৃক উহার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করিয়া লন। এই ওয়ায লিপিবদ্ধকারী মানীষীবৃন্দের বদৌলতেই হযরত থানভীর (রঃ) কয়েক শত ওয়ায দ্বারা বিশিষ্ট ও সাধারণ সকল শ্রেণীর লোকের উপকৃত ও লাভবান হওয়ার ধারা আজ পর্যন্ত জারী রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, ইহার তুলনা প্রাচীনকালেও দেখা যায় না। এ সমস্ত ওয়ায পূর্ণ অক্ষতরূপে সংরক্ষিত থাকা তাঁহার অলৌকিক গুণাবলীর অন্তর্গত বটে।

فَجَزَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنَّا وَعَنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرَ الْجَزَاءِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ -

এমন মহোপকারী মাওয়ায়েয বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন যাবৎ অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। আল্লাহ তাআলা ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ মৌলবী আবদুল করীম সাহেবকে দ্বীন দুনিয়ার উন্নতি দান করুন—তিনি এই বিরাট খেদমত আনজাম দেওয়ার সাহস করিয়াছেন! তাই আজ মাওয়ায়েযের খণ্ডগুলি বাংলা ভাষায় পাঠকবৃন্দের সম্মুখে পেশ করা হইতেছে) প্রথম খণ্ড ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক সমাজের পুনঃ পুনঃ তাকীদে দ্বিতীয় জিল্‌দ অতি দ্রুত প্রকাশ করা হইল। ইন্‌শাআল্লাহ অবশিষ্ট মাওয়ায়েযের অনুবাদও পাঠকবৃন্দের খেদমতে ক্রমশঃ পেশ করা হইবে। জনাব মৌলবী আবদুল করিম সাহেবই ইতিপূর্বে হযরত থানভীর (রঃ) সুবিখ্যাত তাফ্‌সীর বায়ানুল কোরআনের বঙ্গানুবাদ 'তাফ্‌সীরে আশ্‌রাফী' এবং 'বেহেশ্‌তী যেওর' ও 'হায়াতুল মুসলেমীন' প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত কিতাবগুলি সকল শ্রেণীর লোকের নিকট বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। আল্লাহ পাকের দরবারে দোআ করিতেছি, তিনি যেন তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করেন এবং হযরত থানভীর অবশিষ্ট কিতাবগুলি স্থানীয় ভাষায় প্রকাশ করিবার তাওফীক দান করেন।

www.BANGLAKITAB.com

জানাব মাওলানা মোহাম্মদ নূরুর রহমান সাহেব একজন অভিজ্ঞ আলেম ও অনুবাদ কার্যে পারদর্শী। ইতিপূর্বে তিনি সুবিখ্যাত উরদু তফ্‌সীর বয়ানুল ক্বোরআনের বিরাট অংশ ও পারসী গ্রন্থ কিমিয়ায়ে সা'আদাত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া বিশেষখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আমি তাঁহার অনূদিত মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়ার পাণ্ডুলিপি মূল উরদুর সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি। তিনি মূল বিষয়-বস্তুর সহিত সংগতি রাখিয়া এমনিভাবে হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন যে, ইহা অনুবাদ বলিয়া ধরা যায় না। ইহা অনুবাদকের এক বিরাট কৃতিত্ব। ইহার ভাষা যেমন সরল তেমনি সাবলীল।

বাংলা ভাষায় মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়ার প্রকাশনা বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট সংজোযন এবং স্মরণীয় অবদান বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমি আশা করি, দেশের সকল শ্রেণীর লোক ইহার প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা দান করিবেন এবং এই কিতাবটি বহুল পরিমাণে কাটতি হইয়া এই শ্রেণীর কিতাবসমূহ প্রকাশনায় প্রকাশকের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে।

এই মাওয়ায়েয একাকী পাঠ করা ছাড়াও সভা-সমিতিতে এবং ঘরে ঘরে পাঠ করিয়া শুনাইবার যোগ্য। এই উপায়ে নিরক্ষর লোকেরাও ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে। এল্‌ম ও আমলের দুর্বলতা লইয়া যে সমস্ত পেশাদার ওয়ায়েয রসমী ওয়ায করিয়া বেড়াইতেছে তাহা শ্রবণ করার চেয়ে এই মাওয়ায়েয পাঠ করা ও শ্রবণ করা সহস্রগুণে উপকারী হইবে। এই মাওয়ায়েযের মধ্যে যেন হযরত থানভী (রঃ) স্বয়ং কথা বলিতেছেন। মাওলানা থানভীর উপস্থিতিতে তাঁহার ওয়ায ত্যাগ পূর্বক যার তার ওয়ায শ্রবণ করা কি কেহ পছন্দ করিবে? (কখনই না।)

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ

هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ -

(হে মোহাম্মদ)! আপনি আমার সেসমস্ত বান্দাদিগকে সুসংবাদ দিন, যাহারা আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, আর ভাল কথার উপর আমল করে। ইহারাই তাহারা···যাহাদিগকে আল্লাহ তাআলা হেদায়ত দান করিয়াছেন। আর ইহারাই বুদ্ধিমান।

ওবায়দুল হক জালালাবাদী,
ফাযিলে দেওবন্দ,

www.BANGLAKITAB.com

আল্‌ফাযুল কোরআন

হিজরী ১৩৩৪ সালের ২৩শে শা'বান মঙ্গলবার প্রাতঃকালে, মুযাফ্‌ফর নগর জিলার অন্তর্গত কীরানা নগরে জামে মসজিদের মিম্বরে বসিয়া দেড় হাজার লোকের সভায়, সোয়া পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী কোরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হযরত থানভী (রঃ) এই ওয়ায করিয়াছিলেন। হযরত মাওলানা যাফর আহমদ ওসমানী ছাহেব উহা লিপিবদ্ধ করেন।

●

[বর্তমানে আমি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতেছি। মুসলমান লেখকদের লেখা কুফরী মিশ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে আর ইউরোপীয়ান লেখকদের লেখাসমূহ ইস্‌লামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যেন কতিপয় মুসলমান কুফরীর দিকে এবং কতিপয় কাফের ইস্‌লামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অবস্থা দৃষ্টে আশঙ্কা হয়—এই বিপরীতগামী দল যখন নিজ নিজ পথে অগ্রসর হইয়া সীমান্তে উপনীত হইবে, তখন এমন না হইয়া দাঁড়ায় যে, কাফের কুফরী হইতে বহির্গত হইয়া মুসলমান হইয়া যায় আর মুসলমান লেখকগণ ইস্‌লাম হইতে বাহির হইয়া কাফের হইয়া যায়।]

●

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ○ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❋

الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

طٰسٓ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ

www.BANGLAKITAB.com

এখানে দুইটি আয়াত। একটি সূরা-হিজ্‌রের অপরটি সূরা-নমলের। এই দুইটি আয়াত পাঠ হইতেই শ্রোতৃমণ্ডলী বুঝিয়া থাকিবেন যে, এখন আমি কোরআন সম্বন্ধেই বর্ণনা করিব। কোরআনের সহিত মুসলমান মাত্রেরই এক বিশেষ যোগ সম্পর্ক রহিয়াছে। সাধারণ লোকেরাও আয়াত শ্রবণ করিলে উহার মোটামুটি অর্থ বুঝিতে পারে। তদুপরি অত্র আয়াতসমূহে "কোরআন" শব্দের পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং ইহা উপলব্ধি করা আদৌ কঠিন নহে। এই বিষয়টি অদ্যকার সভায় আলোচনার নিমিত্ত আমি এই কারণে গ্রহণ করিয়াছি যে, আজকাল মুসলমান সমাজে কোরআনের হক্ আদায়ের প্রতি আদৌ মনোযোগ নাই। রমযান মাসে কোরআনের প্রতি যেরূপ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত তাহাতে ত্রুটি করা হইতেছে। রমযান মাস আগত প্রায়। মাত্র ছয় দিন কিংবা সাত দিন বাকী। এই কারণেই আজ আমি এই বিষয়টি গ্রহণ করিয়াছি। কেহ মনে করিতে পারেন হয়ত রমযান মাসের সামঞ্জস্যে রোযার বর্ণনাও করা উচিত। কিন্তু আজ আমি রোযা সম্বন্ধে বর্ণনা করিব না। বলা বাহুল্য, একই মজলিসে সকল বিষয়ের বর্ণনা সম্ভব নহে, অবশ্য জরূরী সবই। তবে এতটুকু হইতে পারে যে, সমস্ত জরূরী বিষয়গুলির মধ্যে যাহা অধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হউক। বস্তুতঃ রমযান সংশ্লিষ্টে রোযা এবং কোরআন উভয়ের বর্ণনাই জরূরী।

।। তেলাওয়াতে কোরআন ফরযে কেফায়াহ্ ।

কাজেই এখন আমি কোরআনের আলোচনাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করিতেছি। অবশ্য রোযাও একটি প্রধান বিষয় এবং নামাযের ন্যায় 'ফরযে আইন'। কোরআন শরীফ তেলাওয়াত এই শ্রেণীর প্রয়োজনীয় নহে। কেননা, তাহা 'ফরযে আইন' নহে। অর্থাৎ, কোরআন শরীফ আদ্যান্ত পাঠ করা ফরযে আইন নহে। অবশ্য 'ফরযে কেফায়া' নিশ্চয়ই। আর একটি আয়াত মুখস্থ করিয়া লওয়া তো 'ফরযে আইন'ই বটে। আর সূরা- ফাতেহাও একটি সূরাহ্, যদিও ছোট হউক, শিখিয়া লওয়া ওয়াজেবে-আইন অর্থাৎ নিশ্চিত ওয়াজেব। কিন্তু আজ আমি কোরআনের বর্ণনা এই কারণে অবলম্বন করিয়াছি যে, কোরআনের যেই স্তরটি অতীব প্রয়োজনীয় মুসলমান সম্প্রদায় তাহা হইতেও অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে এবং যতটুকু গুরুত্ব

www.BANGLAKITAB.com

কোরআনের প্রতি দেওয়া উচিত তাহাতেও ত্রুটি করা হইতেছে। আশ্চর্যের কথা এই যে, অনেকে এই ত্রুটিকে ত্রুটি বলিয়াই মনে করে না। পক্ষান্তরে রোযার বেলায় ফরয পর্যায়ে যাহারা ত্রুটি করে অর্থাৎ রোযা রাখে না, তাহাদের ত্রুটিকে সকলেই ত্রুটি বলিয়া মনে করে এবং রোযা-লঙ্ঘনকারীকে সকলেই খারাপ মনে করিয়া থাকে। স্বয়ং রোযা ভঙ্গকারীও রমযান মাসে চোরের ন্যায় গোপনে গোপনে কাজ সমাধা করিয়া থাকে। অর্থাৎ, সে নিজেও এই জঘন্য কার্যের পরিণাম অবগত আছে। রমযান মাসের রোযার ব্যাপারে যে সমস্ত ত্রুটিকে ত্রুটি বলিয়া মনে করা হয় না, উহা ফরযের পর্যায়ের ত্রুটি নহে। অর্থাৎ, এমন নহে যাহার ফলে রোযাই বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু কোরআনের যেই স্তরে ত্রুটি করা হইতেছে তাহা একটি ফরযে কেফায়া'র স্তর, অপরটি ফরযে আইনে'র স্তর। অর্থাৎ, কেহ কেহ পূর্ণ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে না। আবার কেহ কেহ বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও তাজ্‌বীদ শিক্ষা করে না। অথচ এই দুই অবস্থাতেই কোরআনের কোরআনীয়াত লোপ পায়। প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ পূর্ণ কোরআন পাঠ না করিলে অংশ বিশেষের অভাবে পূর্ণতা বিনষ্ট হওয়া অবধারিত হয়। দ্বিতীয়াবস্থায় কোরআনের কোরআনীয়াত লোপ পাওয়ার কারণ এই যে, কোরআন আরবী। তাজ্‌বীদ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণের অভাবে উহার আরবীয়াত থাকে না। কাজেই তদবস্থায় কোরআনের কোরআনীয়াত লোপ পায়। অতএব দেখুন, কোরআন সম্বন্ধে এত বড় ত্রুটি করা হইতেছে। তদুপরি জঘন্য ব্যাপার এই যে, ইহাকে ত্রুটি বলিয়াই মনে করা হয় না। এই কারণেই কোরআন সম্বন্ধে বর্ণনা করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। কাজেই আমি আজ এই বিষয়টি বর্ণনা করিতে মনস্থ করিয়াছি। অবশ্য কয়েকটি কারণে বর্ণনা সংক্ষিপ্তই হইবে। প্রথমতঃ, মানুষ স্বভাবতঃ অলস। দ্বিতীয়তঃ, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই কাজকারবার ছাড়িয়া ওয়ায শুনিতে আসিয়াছেন, ওয়ায দীর্ঘ করিলে তাঁহাদের ক্ষতি হইতে পারে। (এই কথা বলিতেই সভার মধ্যস্থল হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, হযরত! আপনি স্বাধীনভাবে যতক্ষণ ইচ্ছা বর্ণনা করিতে থাকুন, সকলেই ওয়ায শুনিবার জন্য অতিশয় আগ্রহান্বিত, কাহারও কোন ক্ষতির কারণ নাই। হযরত মাওলানা বলিলেন: সকলের প্রয়োজনের খবর আপনি একাকী কিরূপে জানিতে পারিলেন? ইহাতে অন্যান্য দিক হইতেও আওয়ায আসিতে লাগিল, 'হযরত! আমাদের কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না।' তখন তিনি বলিলেন: আচ্ছা ভাল কথা। তথাপি আমি বলিতেছি, আমার ওয়াযের মধ্যভাগে যদি কাহারও যাওয়ার প্রয়োজন হয়—তিনি নিঃসঙ্কোচে চলিয়া যাইতে পারেন। কোন বাধা নাই।) তৃতীয়তঃ, ওয়ায সংক্ষিপ্ত করার ইহাও একটি কারণ যে, এখন আমি কোরআন সম্বন্ধে মাত্র একটি বিষয় বর্ণনা করিব যাহা আজ পর্যন্ত কেহ কোথাও শ্রবণ করেন নাই। কোরআন সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়গুলি

www.BANGLAKITAB.com

যেহেতু সকলেই নানাস্থানে শ্রবণ করিয়াছেন—যেমন, কোরআনের ফযীলত ও সওয়াব প্রভৃতি। এগুলি এখন আমি বর্ণনা করিব না। বলা বাহুল্য, একটি বিষয়ের বর্ণনা সাধারণতঃ সংক্ষিপ্তই হইয়া থাকে। আর যেই নূতন বিষয়টি আমি বর্ণনা করিতে মনস্থ করিয়াছি, তাহা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, উহা বর্ণনা না করিলে এই রোগটি বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে। সুতরাং এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা আবশ্যক। অবশ্য ফযীলত ও সওয়াব সম্বন্ধে আমি বর্ণনা না করিলেও অন্যান্য বক্তাগণের নিকট হইতে আপনারা তাহা অবগত হইতে পারিবেন কিংবা নিজেরাও কিতাব পাঠ করিয়া জানিয়া লইতে পারিবেন। আজকাল উর্দু ভাষায়ও বহু দ্বীনি কিতাব লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আজ যাহা বর্ণনা করিতে যাইতেছি তাহা আপনারা কোন বক্তার মুখে শুনেনও নাই--শুনিবার আশাও নাই এবং কোন কিতাবেও দেখিতে পাইবেন না। এখন আমি বক্তব্য পেশ করিতেছি।

॥ হরূফে মুকাত্তাআত ॥

যেই দুইটি আয়াত আমি একটু আগে তেলাওয়াত করিলাম তাহা হরূফে মুকাত্তাআত অর্থাৎ, পৃথক পৃথক হরফের সহিত আরম্ভ হইয়াছে। এই অক্ষরগুলি পৃথক পৃথকভাবে পাঠ করা হয়, মিলাইয়া পড়া হয় না। গতানুগতিকভাবে উহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা বুঝা যায়, লেখা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কেননা, লেখার বেলায় সবগুলিই পরস্পর যুক্ত ও মিলিত। ইহাতে উহাদের বিচ্ছিন্নতা বুঝা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা আমার স্মরণ হইল। একবার আমার ছোট ভাই রেল গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিল। তাহার বগীতে একজন ইংরেজ যাত্রীও ছিলেন। আমার ভাইয়ের হাতে টাইপের ছাপা এক জিল্‌দ্‌ হামায়েল শরীফ দেখিয়া সাহেব বাহাদুর বলিলেন: "আমি উহা দেখিতে পারি কি?" ভাই বলিলেন: "হাঁ, আদব ও সম্মানের সহিত দেখিতে আপত্তি নাই। ইহা আমাদের আসমানী কিতাব।" সাহেব একখানি রুমাল হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন: আমি ইহাতে হাত লাগাইব না, রুমালের সাহায্যে ধরিব। ভাই হামায়েল খানি তাঁহার হাতে দিলেন, তিনি রুমালের সাহায্যে উহা খুলিতেই প্রথমতঃ তাঁহার নজরে পড়িল "الر"; টাইপে ر অক্ষরটির মাথা একটু মোড়ানথাকাতে উহা و বলিয়া সন্দেহ হইতে পারিত। অতএব, সাহেব বলিয়া উঠিলেন, এই শব্দটি কি الو 'আলু'? তৎক্ষণাৎ ভাই হামায়েল খানি তাঁহার হাত হইতে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন: "আপনি আমাদের নিকট হইতে শিক্ষা করা ব্যতীত ইহা পড়িতে পারিবেন না (ইহাও আমাদের একটি বিশেষত্ব যে, মুসলমানদের নিকট হইতে শিক্ষা করা ব্যতীত কোন জাতি ইহার অর্থ বুঝিতে পারে না, শুদ্ধ করিয়া পাঠ করা তো দূরের কথা।)

www.BANGLAKITAB.com

মোটকথা, আয়াত দুইটি পরস্পর সামঞ্জস্যশীল হওয়ার একটি কারণ—উভয় আয়াতই বিচ্ছিন্ন অক্ষর দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে, আর একটি কারণ—ইহাও যে, উভয় আয়াতের মধ্যে الٓمٓ শব্দকে 'কোরআনী আয়াত' বলা হইয়াছে। কেননা, উভয় আয়াতেই قُرْآن শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। শুধু এতটুকু পার্থক্য আছে যে, প্রথম আয়াতে ذٰلِكَ الْكِتَابُ 'কিতাব' শব্দটি আগে এবং 'কোরআন' শব্দটি পরে এবং দ্বিতীয় আয়াতে 'কোরআন'শব্দটি আগে ও 'কিতাব' শব্দটি পরে। এতদ্ভিন্ন প্রথম আয়াতে কোরআন শব্দটি নাকারাহ্ বা অনির্দিষ্ট এবং কিতাব শব্দটি মা'রেফাহ্ অর্থাৎ নির্দিষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতে উহার বিপরীত। আজ আমার বক্তব্য বিষয়ে উভয় আয়াত হইতেই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই আয়াত দুইটিকে একই সঙ্গে পাঠ করিলাম।

।। মুসলমানের প্রকারভেদ ।।

এই বিষয়টির মোটামুটি পরিচয় এই যে, এই আয়াত দুইটিতে কোরআনের দুইটি উপাধি বা বিশেষণ উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি কিতাব অর্থাৎ লেখ্য বা লেখার যোগ্য। অপরটি 'কোরআন' অর্থাৎ পড়িবার উপযোগী। আবার উভয় ক্ষেত্রে উহাদের বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে "مُبِين" অর্থাৎ প্রকাশ্য বা স্পষ্টরূপে লিখিবার উপযোগী ও পড়িবার উপযোগী। এই অগ্রবর্তী ও পরবর্তী করার এবং বিশেষণ প্রযুক্ত করার সার্থকতা একটু পরেই জানা যাইবে। প্রকৃতপক্ষে এখন একটি সন্দেহ ভঞ্জন করা আমার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই আমি আয়াত দুইটি পাঠ করিয়াছি বা অবলম্বন করিয়াছি। মূলতঃ যে সন্দেহ আমি ভঞ্জন করিতে যাইতেছি তাহা সন্দেহ নহে; বরং ভুল। কেননা, সন্দেহ তো উহাকে বলা যায় যাহার জন্য কোন সঠিক কারণ নিরূপিত থাকে। আর যাহার জন্য কোন সুষ্ঠু কারণ বা লক্ষ্যস্থল নিরূপিত নাই তাহা ভুল। এই ভুলের মধ্যে অল্প বিস্তর সকলেই লিপ্ত রহিয়াছে। কেননা, মুসলমান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী দুনিয়াদার অপর শ্রেণী দ্বীনদার। দুনিয়াদার বলিতে আমি তাহাদিগকে বুঝাইতেছি যাহারা আকীদার বা বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়াদার। আর দ্বীনদার বলিতে ঐ শ্রেণী উদ্দেশ্য যাহারা আকীদা হিসাবে দ্বীনদার যদিও তাহারা আমলের দিক দিয়া দুনিয়াদার।

প্রকৃতিবাদ বা নাস্তিক্যবাদ আবির্ভাবের পূর্ববর্তীকালে ভারতবর্ষে আকীদার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান উপরোক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল না; রবং আকায়েদের পরিপ্রেক্ষিতে সকলেই দ্বীনদার ছিলেন। মানুষের দ্বীনদারী বা দুনিয়াদারী যাচাই করিবার মাপ কাঠি ছিল একমাত্র তাহাদের আমল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা এমন এক যমানায় আসিয়া পড়িয়াছি যেখানে আকায়েদের

www.BANGLAKITAB.com

পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একদল ইস্‌লামী আকায়েদগুলির মধ্যে সন্দেহ পোষণ করিতেছে। আর একদল আকায়েদ সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। এই কারণে সে সমস্ত ফাসেক লোকই উত্তম বলিয়া মনে হয় যাহারা আকায়েদ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না; বরং ইস্‌লামী আকীদা সমূহের উপর দৃঢ়ভাবে আস্থা স্থাপন করিয়া রহিয়াছে। আল্‌হামদু-লিল্লাহ্! এখন পর্যন্ত এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অধিক যাহাদের আকীদা ঠিক আছে; কোন প্রকারের সন্দেহ পোষণ করে না। ইহার কারণ—এখন পর্যন্ত নব্যযুগের শিক্ষা হইতে অনেকেই মাহ্‌রূম অর্থাৎ বঞ্চিত রহিয়াছেন। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের ভাষাতেই 'মাহ্‌রূম' শব্দটি বলিলাম, অন্যথায় আমরা আধুনিক শিক্ষা হইতে বিমুখ লোকদিগকে 'মারহুম' অর্থাৎ 'রহমত প্রাপ্তই' বলি। কেননা, "চুলোয় যাক সেই স্বর্ণালঙ্কার যাহাতে কান ছিঁড়ে"।

।। আধুনিক শিক্ষা এবং উন্নতি ।।

এই শিক্ষা এবং উন্নতি দ্বারা আমরা কি করিব যাহাতে ধর্মই বিনষ্ট হয়? উহা তো চুলায় নিক্ষেপ করার উপযোগী। যদি জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে কাহারও এই শিক্ষার প্রয়োজনই হয় —অবশ্য এই প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন আছে। কেননা পার্থিব উন্নতি আধুনিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নহে—ব্যবসায়, শিল্প প্রভৃতির সাহায্যে তদপেক্ষা অধিক উন্নতি করা যাইতে পারে। কিন্তু আধুনিক সমাজের নিকট নূতন যুগের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এমনভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, কেহ সে সম্বন্ধে কথা বলিতে গেলে উহা বোকামি বলিয়া মনে করে। সুতরাং আমরা তাহাদের খাতিরে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লইয়া বলিতেছি যে, আচ্ছা ভাল কথা, আমি স্বীকার করিলাম, তাহা দরকারী। কিন্তু তোমরা সেই আধুনিক শিক্ষাকে এইরূপে অর্জন করিতে পার যে, উহার পূর্বে ইস্‌লামী আকায়েদ ও বিধানসমূহের জ্ঞান লাভ কর। কিন্তু স্মরণ রাখিও, সেই দ্বীনী এল্‌ম অর্জন করার জন্য রাহে-নাজাত প্রভৃতি দুই চারিটি চটি কিতাবের সংক্ষিপ্ত পাঠ্য তালিকা যথেষ্ট নহে; বরং উহার জন্য এমন সুষ্ঠু পাঠ্য তালিকা নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে ইস্‌লামী আকায়েদ ও বিধান সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে আকায়েদ ও বিধান সম্পর্কিত গূঢ়তত্ত্ব এবং যুক্তিও শিক্ষা করিতে হইবে, যাহাতে পাঠক মোটামুটি ভাবে বুঝিতে পারে যে, আমাদের ধর্মীয় বিধানসমূহের গূঢ়তত্ত্বও আছে এবং ইহাদের পশ্চাতে জোরালো যুক্তি প্রমাণও আছে। কেননা ইহাতে সর্ববিধ সুবিধার প্রতিই দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এবং শাসনবিধানও পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত। মোটামুটি এতটুকু জ্ঞান লাভ করা একান্ত আবশ্যক যাহাতে আধুনিক শিক্ষা হইতে কোন সন্দেহ উদ্ভূত হইতে না পারে।

www.BANGLAKITAB.com

॥ আমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার "শ্রেষ্ঠত্ব" জ্ঞানের অভাব ॥

বিশদভাবে দ্বীনী এল্‌ম হাছিল করার প্রয়োজন নাই। কেননা, গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা প্রজা-সাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নহে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি যে, প্রজা-সাধারণ শাসনকর্তার বিধান মানিয়া চলিতে বিধানের রহস্য ও যুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার মুখাপেক্ষী নহে। যদি কেহ প্রত্যেকটি বিধানের কারণ ও যুক্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং বলে যে, রহস্য বা যুক্তি না জানা পর্যন্ত আমি এই বিধান মানিব না, তখন জ্ঞানিগণ তাহাকে এরূপ বলিতে নিষেধ করিবেন এবং তাহাকে বোকা বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন। কেননা, প্রজাবৃন্দের মধ্যে প্রত্যেকটি লোক রাজ্য শাসনের প্রতিটি বিধানের রহস্য ও যুক্তি অবগত হইতে পারে না। প্রত্যেকে তাহা জানার দাবীও করিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জ্ঞানিগণই খোদার সম্মুখে বাহাদুর সাজিয়া তাঁহার বিধানসমূহের যুক্তি ও রহস্য জানার দাবী করিতেছেন। রহস্য অবগত না হইয়া শরীঅতের কোন বিধান মানিতে চাহেন না। যদি তাঁহাদের বলা হয় যে, প্রভুর আদেশ ও নির্দেশের রহস্য অবগত হওয়ার অধিকার ভৃত্যের নাই। তাঁহারা বলেন, নিন্ সাহেব, ধর্মীয় বিধান বলপূর্বক আমাদের দ্বারা মানাইয়া লওয়া হইতেছে।

به بیں تفاوت راه از کجا ست تا بکجا

"দেখুন পথের পার্থক্য কোথা হইতে কোন পর্যন্ত"

আসল কথা এই যে, বিধাতার শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরে থাকিলে বিধান সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন বা সন্দেহ উত্থিত হইতে পারে না। আমাদের জ্ঞানিগণের হৃদয়ে যুগের শাসনকর্তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। এই কারণেই তাঁহাদের আইন-কানুন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন না। কেহ কখনও এরূপ বলেন না যে, প্রচলিত আইন-কানূনসমূহ উকিলদের রচিত। পক্ষান্তরে তাহাদের মনে খোদার শ্রেষ্ঠত্ব মোটেই নাই। কাজেই খোদার আইন-কানূনের মধ্যে তাহাদের সন্দেহ হইতেছে এবং সেই কারণেই আলেমদের প্রতি এই অপবাদ দিয়াছে যে, "আলেমগণ এ সমস্ত মনগড়া মাস্‌আলা রচনা করিয়া লইয়াছেন।" আমি বলি, "যদি এযুগের আলেমগণ নিজেদের মতলব অনুযায়ী মাস্‌আলা রচনা করিয়া থাকেন, তবে কি শরহে বেকায়া, হেদায়া প্রভৃতি ফেকার কিতাবের মাস্‌আলাগুলিও ইঁহারাই লিখিয়া আসিয়াছেন?

বন্ধুগণ! এই কিতাবগুলি তো আমাদের বহু শতাব্দী পূর্বেকার লিখিত। যদি বলেন যে, হেদায়া ও শরহে বেকায়ার প্রণেতাগণ উক্ত মাস্‌আলাসমূহ নিজেরা মনগড়া রচনা করিয়াছেন, তবে বলুন, হাদীস কে লিখিয়াছেন? হাদীসও যদি রাবীগণই (বর্ণনাকারী) রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তবে কোরআনের মধ্যে উহা কে লিখিয়াছে? কেননা, শরীঅতের আকায়েদ ও বিধানসমূহ তো কোরআন দ্বারাও পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়।

www.BANGLAKITAB.com

।। আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের রহস্য ।।

মোটকথা, প্রজা-সাধারণের পক্ষে যেমন রাজ্যের শাসন বিধানসমূহের রহস্য ও যুক্তি অবগত হওয়া জরুরী নহে, তদ্রূপ প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানসমূহের রহস্য জানা আবশ্যকীয় নহে। রহস্য অবগত না হওয়া ব্যতীত রাজ্যের আইন-কানুন মান্য করা যেমন জবরদস্তীমূলক নহে, তদ্রূপ শরীয়ত-বিধানের ক্ষেত্রেও রহস্য অবগত না হইয়া পালন করা জবরদস্তীমূলক নহে। আর যদি এখন জবরদস্তী মনে করা হয়, তবে রাজ্যের আইন-কানুন ও রহস্য সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল করা ব্যতীত মানাইয়া লওয়া জবরদস্তীমূলক হইবে। যদি দুনিয়ার শাসনকর্তাগণের কোন আইন-কানুন জবরদস্তী মানাইয়া লওয়া জায়েয হয়, তবে আল্লাহ্‌র বিধান তো অবশ্যই পালন করার উপযোগী। কেননা, তাহা এমন সত্তার আইন যাঁহার সম্মুখে সৃষ্টিগত বিধানসমূহ মান্য করিতে রাজা-বাদশাহগণও বাধ্য, অপরের আইন-কানুন মানার উপযোগী হউক বা না হউক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল আল্লাহ্‌র বিধানের কোনই মর্যাদা নাই। তবে হাঁ, রাজ্যের শাসন-বিধানের যথেষ্ট মর্যাদা আছে।

সারকথা এই যে, দীনিয়াতের পাঠ্য তালিকা আলেমদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রণয়ন করা কর্তব্য। তাঁহারা এমন পাঠ্য নির্বাচন করিয়া দিবেন যাহাতে শরীয়তের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যাইবে এবং ইসলামী আকীদাসমূহ এমনভাবে হৃদয়ে দৃঢ় হইয়া বসিবে যে, পর্বতের আলোড়নেও তাহা অটল থাকিবে এবং উক্ত পাঠ্য হইতে যুক্তি এবং রহস্য সম্বন্ধেও পাঠকদের মোটামুটি জ্ঞানলাভ হইবে। তাহাতে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, আলেমদের নিকট শরীয়ত বিধানের রহস্য এবং জ্ঞানানুগ যুক্তিও আছে। সুতরাং এই পাঠ্য তালিকা আয়ত্ত করার পর পাঠকগণ আলেমদের শরণাপন্ন হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক শিক্ষার ধ্বজা-ধারীরা মনে করেন যে, আলেমদের নিকট কোরআন হাদীসের উদ্ধৃতি ভিন্ন আর কোন যৌক্তিক প্রমাণ নাই। এই কারণে তাঁহারা রহস্য অবগত আলেমদের কাছেও ঘেষেন না। আধুনিক শিক্ষা আরম্ভ করার পূর্বে এইত হইল একটি প্রয়োজনীয় কাজ।

।। আলেমদের সংসর্গে থাকার প্রয়োজনীয়তা ।।

আর একটি আবশ্যকীয় কাজ এই যে, আধুনিক শিক্ষার্থী ছেলেদিগকে আলেমদের সংসর্গে রাখুন। বন্ধের সময় কিছুদিনের জন্য তাহাদিগকে বুযুর্গানে-দীনের নিকট পাঠাইয়া দিন। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে অবসর সময়ে দীনী আলেমদের রচিত কিতাবসমূহ পাঠ করিবার জন্য তাকীদ করুন এবং আলেম ভিন্ন অন্যান্য লেখক-দের রচিত নাটক নভেল প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিতে বারণ করুন। কেননা, ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত লেখকদের পুস্তক তাহাদের দৃষ্টিগোচর হওয়াও অপরাধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে

www.BANGLAKITAB.com

করুন, কোন ব্যক্তি যদি রাজদ্রোহিতামূলক পুস্তকাদি নিজের ঘরে রাখে, তবে বলাই বাহুল্য যে, রাজ্যের আইনানুসারে ইহা জঘন্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং গভর্ণমেন্ট এরূপ ব্যক্তিকে অবশ্যই আদর্শ শাস্তি প্রদান করিবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিক সমাজের জ্ঞানিগণ যে বিষয়কে দুনিয়ার আইনে অপরাধ বলিয়া স্বীকার করেন, শরীয়তের আইনানুযায়ী তদ্রূপ বিষয় হইতে বারণ করাকে তাঁহারা ধর্মীয় গোড়ামি বলিয়া মনে করেন।

আলেম ভিন্ন অন্যান্য লেখকের পুস্তক পাঠ করিতে বারণ করা যদি ধর্মীয় গোড়ামি হয়, তবে গভর্ণমেন্টের এই আইনকেও গোড়ামি বলিতে হইবে যে, "বিদ্রোহ মূলক পুস্তক ঘরে রাখা অপরাধ"। কিন্তু সমস্ত জ্ঞানী লোকই এই আইনকে প্রয়োজনীয় এবং সঠিক বলিয়া মনে করেন। এই কারণেই দুনিয়াতে এমন কোন রাজ্য নাই যথায় রাজদ্রোহিতামূলক পুস্তক ঘরে রাখাকে অপরাধ বলিয়া নির্ধারণ করা হয় নাই। তবুও তোমরা যে আলেমদের উপর গোড়ামির অপবাদ দিতেছ একবার এতটুকু চিন্তা করিয়া দেখ যে, এই আইন প্রয়োগে আলেমদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কি আছে? বলা বাহুল্য, ইহাতে আলেমদের কোনই স্বার্থ নাই; বরং তাহাদের উদ্দেশ্য শুধু শরীয়তের আইন জনসাধারণের মনঃপূত হওয়া এবং মানিয়া চলা। যে সমস্ত মাস্‌আলা সাধারণের মনঃপূত না হয় এবং আলেমদের উপর তজ্জন্য দোষারোপ করে, তাহাতেই বা আলেমদের কি স্বার্থ থাকিতে পারে? ইহা হইতেই বুঝিয়া নিতে পারেন যে, যে আলেম আপনাদের মন মত ফতওয়া প্রদান করেন না তিনিই হক্কানী আলেম। কেননা, যিনি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী ফতওয়া প্রদান করেন তাঁহার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার প্রবল সন্দেহ রহিয়াছে। অর্থাৎ তিনি লোকের মতানুযায়ী ফতওয়া প্রদান করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে চাহিতেছেন। আর যিনি কাহারও মরজীর প্রতি লক্ষ্য করেন না বুঝিতে হইবে যে, তিনি সঠিক ফতওয়া প্রদান করিয়া থাকেন। ডাক্তার যদি রোগীকে তিক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করেন, তবে বলুন, তাহাতে ডাক্তারের কি স্বার্থ থাকিতে পারে? নিশ্চয়ই, কোন স্বার্থ নাই; বরং একমাত্র রোগীর স্বার্থের অর্থাৎ, রোগারোগ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব, যে আলেম এমন বিষয় হইতে বারণ করেন যাহাতে লোকের নাফ্‌স্ স্বাদ ও আমোদ পায়, বুঝিতে হইবে যে, শুধু তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াই তিনি তাহাদিগকে উহা হইতে বারণ করিতেছেন। কেননা, তিনি সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে বিষাক্ত পরিণতি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন।

আল্লাহ্‌র কসম! ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের পুস্তক পাঠে অনেক আলেমের মধ্যেও কুফল ফলিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন, ঐ শ্রেণীর পুস্তক পাঠে সাধারণের কি সর্বনাশ হইতে পারে। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে আলেমের পরামর্শ না

www.BANGLAKITAB.com

লইয়া কোন পুস্তকই পাঠ করা উচিত নহে। কেহ যদি বলেন যে, আমি লেখকদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে তাহাদের পুস্তক পাঠ করিতেছি। আমি বলিব, তাহাও সঙ্গত নহে। কেননা, প্রতিবাদ বা খণ্ডন করা আলেমদের কাজ, আপনাদের নহে। এই কাজ আপনাদের নহে বলিলে আপনাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করা হয় না। কেননা, আইন শাস্ত্রে এক ব্যক্তি যদি এল, এল, বি ডিগ্রীধারীও হয়, তবুও তাহাকে ইন্‌জিনিয়ারিং বিদ্যায় মূর্খ বলিয়াই গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে একজন ইন্‌জিনিয়ারের পক্ষে উক্ত এল,এল, বি কে একথা বলিয়া দেওয়ার অধিকার আছে যে, আপনি আইন বিশারদ হইতে পারেন,কিন্তু আমার ইন্‌জিনিয়ারিং বিদ্যা সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং ইন্‌জিনিয়ারিং বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার আপনার নাই। অনুরূপভাবে আমি বলিতেছি যে, "ভ্রান্ত" মতবাদের প্রতিবাদ করিতে যে সমস্ত বিদ্যার প্রয়োজন আপনারা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং প্রতিবাদের নিয়তেও আপনাদের পক্ষে ভ্রান্ত মতবাদীদের পুস্তক পাঠ করা জায়েয নহে। আমি অজ্ঞ অর্থে "জাহেল" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি, কাহারও মনঃপূত না হইলে এস্থলে "না-ওয়াক্বেফ" শব্দ বলিতে পারেন, অর্থ একই।

জনৈক আধুনিক শিক্ষিত লোক একদিন আমার নিকট একটি সূক্ষ্ম মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম ঃ আপনি এই মাস্‌আলা বুঝিতে পারিবেন না। আমার উত্তর তাহার খুবই অপছন্দ হইল। বলিলেন, আমি না বুঝিতে পারার কারণ কি? আমি বলিলাম, ইহা বুঝিবার জন্য যে কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক আপনি তাহা লাভ করেন নাই, যে বিষয়ের জ্ঞান কোন প্রাথমিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, উক্ত প্রাথমিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা ব্যতীত তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। আপনি যদি দাবী করেন যে, প্রাথমিক বিষয়ের জ্ঞান ছাড়াই আমি বুঝিতে পারিব, তবে একজন অশিক্ষিত লোককে, যিনি জ্যামিতির প্রাথমিকসূত্র এবং স্বতঃসিদ্ধ নিয়মাবলী অবগত নহে, জ্যামিতির একটি নক্‌শা বুঝাইয়া এবং আমার সম্মুখে তাহার দ্বারা উহার পুনরাবৃত্তিও করাইয়া দিন তাহা হইলে আমিও এ-সম্বন্ধীয় প্রাথমিক জ্ঞান ব্যতীত আপনাকে এই মাস্‌আলাটির উত্তর বুঝাইয়া দিব। তিনি ইহার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া নীরব হইয়া গেলেন।

অনুরূপ এক ব্যাপারে আমি জনৈক লোককে ইহাও বলিয়াছিলাম যে,আপনার মনে হয়ত সন্দেহ হইতে পারে, "বোধ হয় আলেমদের নিকট আমার প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। এই কারণে টাল-বাহানা করিয়া এড়াইয়া যাইতেছেন।" তবে আপনি এক কাজ করুন, সম্মুখস্থ মাদ্রাসায় যে মুদার্‌রেস্ ছাহেব পড়াইতেছেন, তাহার নিকট আপনার প্রশ্নটি বিবৃত করিয়া বলিয়া দিন, তিনি যেন আমার নিকট হইতে উহার উত্তর জানিয়া লন। আমি তাহাকে উহার উত্তর বলিয়া দিব, তিনি উহা বুঝিতে পারিবেন। কেননা

www.BANGLAKITAB.com

তিনি আনুষঙ্গিক প্রাথমিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অবগত আছেন। তাহাতে আপনি ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, আলেমদের নিকট আপনার প্রশ্নের উত্তর আছে এবং ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, আপনি সে উত্তর বুঝিতে অক্ষম। কারণ আপনি উহার প্রাথমিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ। যিনি উহা অবগত আছেন তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আপনার সম্মুখে আমি উক্ত মুদার্‌রেস ছাহেব দ্বারা সেই উত্তরের পুনরাবৃত্তিও করাইয়া দিব। ঐ ব্যক্তি অবশ্য আমার কথা মত কাজ করে নাই যদি সে তদ্রূপ করিত, তবে অতি সত্বর স্বীকার করিত যে, যথার্থই সে উক্ত প্রশ্ন করার অধিকারী ছিল না।

অতএব, বন্ধুগণ! প্রত্যেকে প্রত্যেক কথা বুঝিতে পারে না। সুতরাং আপনারা গতানুগতিক ভাবে মানিয়া নিন যে, ভ্রান্ত মতবাদীদের প্রতিবাদ করা আপনাদের কাজ নহে। সুতরাং বিধর্মী লেখকদের গ্রন্থ এবং সেই সমস্ত মুসলমান লেখকদেরও যাহাদের সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই, কখনও পাঠ করা উচিত নহে। শুধু আপনাদের হিত কামনা করিয়াই আমি একথা বলিতেছি যাহাতে আপনাদের ধর্ম নিরাপদ থাকে, যাহা প্রত্যেক মুসলমানের নিকট প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়। অতঃপর আপনারা জানেন আর আপনাদের কাজ জানে।

॥ আধুনিক শিক্ষা লাভের পদ্ধতি ॥

অতএব, আধুনিক শিক্ষা অর্জন করার পদ্ধতি এই হওয়া উচিত যে, **প্রথমতঃ**, আপনি আপনার ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করুন। কোন আলেমের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পাঠ্য তালিকা নির্বাচন করুন। **দ্বিতীয়তঃ**, আলেমদের সংস্পর্শে যাতায়াত করুন। **তৃতীয়তঃ**, বিজাতীয় লেখকদের পুস্তকপাঠ করা হইতে বিরত থাকুন এবং হক্কানী আলেমদের রচিত কিতাব পাঠ করুন। ইহার পরে আধুনিক শিক্ষা অর্জন করাতে কোন আপত্তি নাই। এই অনুমতিও তখনই দেওয়া যাইতে পারে যদি আধুনিক বিদ্যা শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লওয়া হয়। আমি আপনাদের খাতিরে উহার প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করিয়া প্রণালী বলিয়া দিলাম। নতুবা আলেমদের রুচি ইহার বিপরীত। আপনারা এমন আলেমও দেখিতে পাইবেন যাঁহারা ইহার প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করেন না। উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা আপনাদিগকে এসম্বন্ধে নিরুত্তর করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু আমার রুচি এই যে, আমি তর্ক-বিতর্ক পছন্দ করি না। এই কারণেই আমি আপনাদের খাতিরে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া উহার শিক্ষা পদ্ধতি সংশোধন করিয়া দিলাম। ডাক্তার রোগীকে বেগুন খাইতে নিষেধ করিলে রোগী যদি তাহা অমান্য করে, তবে কোন কোন ডাক্তার ক্রোধান্বিত হইয়া রোগীর সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দেয়। আবার কোন কোন দয়ালু চিকিৎসক

www.BANGLAKITAB.com

এমন আছে যে, বেগুনের অপকারিতা গুণ সংশোধন করিয়া রোগীকে তাহা খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। বলেন, "আচ্ছা বেগুনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণ দধি এবং পালং শাক দিয়া পাক করিয়া খাইতে পার।

আমি বলিতেছি—আল্ হামদুলিল্লাহ্! অধিকাংশ মুসলমানই আকায়েদ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করে না। কেননা, তাঁহারা আধুনিক শিক্ষার কুফল হইতে রক্ষিত আছেন। যাঁহারা আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ইস্লামী আকায়েদ সম্বন্ধে নানাবিধ উদ্ভট সন্দেহে লিপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু সাধারণ স্তরের লোকেরা তাঁহাদের সংসর্গে উঠা-বসা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা কিছু কিছু প্রভাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং উহা নিবারণ করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অবিলম্বে ইহার সংশোধন না হইলে বিরাট সর্বনাশের আশংকা রহিয়াছে।

।। ধর্মীয় এবং পার্থিব স্বার্থের প্রভেদ ।।

এখন আমি দ্বিতীয় দলের একটি সন্দেহের উত্তর দিতে চাই। সন্দেহটি বহু পূর্ব হইতে অনেকের মনে গুপ্ত ছিল। এখন কেহ কেহ তাহা মুখেও বলিয়া ফেলিতেছে। সন্দেহটি এই: 'কোরআনের ভাষা যখন আমাদের বোধগম্য হয় না, এমতাবস্থায় শুধু মুখে মুখে আওড়াইলে আমাদের কি লাভ হইবে? কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, শিশুরা যখন কোরআন বুঝিতেই পারে না, তখন শুধু তোতা পাখীর ন্যায় তাহাদের দ্বারা কোরআন আবৃত্তি করাইলে কি ফল হইবে?' আসল কথা এই যে, কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে যে ফল পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ফল সম্বন্ধে জানিতে পারিলে উহা লাভের জন্য চেষ্টা করিত। ব্যবসায়ীরা আজকাল 'কান্ধলা' যাইয়া আম আনয়ন করে এবং একাজে তাহারা বিশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে। ইহার কারণ হইল, তাহারা ইহার লাভ সম্বন্ধে অবগত আছে যে, চালানে দ্বিগুন লাভ হইবে। পার্থিব কাজে তো মানুষের অবস্থা এইরূপ যে, যদি কোন অভিজ্ঞ লোকের নিকট জানিতে পারে অমুক দ্রব্যের ব্যবসায়ে খুব লাভ। তৎক্ষণাৎ তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাতে দুই একবার লোকসান হইলেও সাহস হারায় না; বরং পুনরায় সেই ব্যবসাই করিতে থাকে। যেমন আমের ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে কোন কোন সময় লোকসানও হয়। কিন্তু লোকসানদাতা পুনরায় সেই আমের ব্যবসাই করে। লোকসান না হইয়া যদি সমান সমান থাকে অর্থাৎ, লাভও হইল না লোকসানও হইল না, এমতাবস্থায় সেই ব্যবসা তো সে ছাড়িতেই পারে না, বরং বলে, ব্যবসায়ে লোকসান না হওয়াও এক প্রকারের কৃতকার্যতা। তবে লাভ আজ হইল না ভবিষ্যতে হওয়ার আশা আছে; আর লোকসান হইলেও ভবিষ্যতে লাভের আশাকে লাভ বলিয়া মনে করা হয়।

www.BANGLAKITAB.com

কিন্তু পরিতাপের বিষয় জানি, ধর্মীয় ব্যাপারে এই নীতি কোথায় গেল? বন্ধুগণ! ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে? দুনিয়ার কাজ কারবারে তো লোকসান না হওয়াকেও লাভ বলিয়া বিবেচনা করা হয়; অথচ ধর্মীয় কাজে লাভ একটু পরে হওয়াকেও কৃতকার্যতা মনে করা হয় না। কৃষিকার্য, ব্যবসায়, চাকুরী সব কিছুতেই কোন সময় লাভ হয়, কোন সময় হয় না। আবার কোন কোন সময় লোকসানও হয় কিন্তু ইহাদিগকে কেমন করিয়া ছাড়া যায়? এখানে তো অভিজ্ঞ লোকেরা বলিয়াছেন এসমস্ত কাজে লাভ আছে। যদিও সকল সময় হয় না, কিন্তু প্রায়ই হয়। যদিও নগদ না হইয়া বিলম্বেই হয়। এই বিলম্বিত এবং অনিশ্চিত লাভের আশায় মানুষ দুনিয়ার কাজ কারবার ত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু দুঃখের বিষয়! আল্লাহ্ এবং রাসূলের প্রতিশ্রুতির মূল্য কি এসমস্ত অভিজ্ঞ লোকের কথা হইতেও কম হইয়া গেল? আল্লাহ্ ও রাসূল পরিষ্কার ভাষায় কোরআন তেলাওয়াতের সওয়াবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাও আবার সকল অবস্থায়, চাই বুঝিয়াই পড়ুন আর না বুঝিয়াই পড়ুন।

॥ স্বার্থ ও প্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া ॥

আমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করিয়া বলিতেছি: "যাহারা এরূপ সন্দেহ করে যে, আমরা যখন বুঝিতেই পারি না, তখন কোরআন তেলাওয়াত করিয়া কি লাভ?" ইহারা শুধু নফ্‌সের আরাম কামনা করে। জ্ঞানের সহিত ইহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। অবশ্য জ্ঞানী হওয়ার দাবী খুবই করে। ইহারা যদি জ্ঞানের বশীভূত হইত, তবে এমন নির্বোধের মত কথা বলিত না। কেননা, জ্ঞানসম্মত নীতিতে এমন কখনও হয় না যে, একই প্রমাণের সাহায্যে কোন বস্তু এবং উহার বিপরীত বস্তু—উভয়ই প্রমাণিত হয়। যদি এই সন্দেহ যুক্তিসম্মত হইত যে, "অর্থ না বুঝিলে শব্দ আওড়াইয়া কি লাভ?" তবে বলুন, এই যৌক্তিক প্রমাণ দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? 'অর্থ বুঝি না' বলিয়া কি শব্দের আবৃত্তিও ত্যাগ করিতে হইবে, না অর্থও বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে? বলা বাহুল্য, আপনার এই যুক্তিতে শব্দ পরিত্যাগ করিতে হইবে বুঝায় না। কেননা, আপনার যুক্তির মধ্যে অর্থের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে এবং অর্থ শব্দের অধীন। বস্তুতঃ প্রয়োজনীয় বস্তু যাহার উপর নির্ভরশীল তাহাও প্রয়োজনীয় বটে। অতএব, আপনার এই যুক্তিতে তো স্বয়ং শব্দ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই প্রমাণিত হইতেছে যদি ইহার উপর সন্দেহকারী বলেন যে, "হাঁ আমি শব্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি কিন্তু শব্দ তখনই শিক্ষা করা উচিত যখন উহার সাথে সাথে অর্থও শিক্ষা করা সম্ভব হয়।" তবে আমি বলিব: "আপনার এই ব্যাখ্যা তখনই কার্যকরী হইতে পারিত যখন আমি দেখিতাম যে, আপনি আপনার শিশুদিগকে শৈশবকালে তো কোরআন শরীফ

www.BANGLAKITAB.com

পড়ান না, কেননা, তখন তাহারা বুঝিবে না ; বরং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পড়ান। কেননা, তখন তাহারা উহা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু আপনাদের অবস্থা তো এইরূপ যে, শৈশবেও পড়ান না, বড় হইলেও পড়ান না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আপনার উপরোক্ত যুক্তির সাহায্যে সকল অবস্থায়ই শব্দের অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। ইহাতে আমার সেই কথাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, একই যুক্তি দ্বারা বিপরীত বস্তুও প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। অথচ ইহা দ্বারা মূল বস্তুও প্রমাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, আপনার এই যুক্তি জ্ঞান সম্মত নহে।

অতএব, আমি বলি, এই বাহানা উত্থাপনের উদ্দেশ্য একমাত্র নফ্‌সের ইচ্ছা পূরণ করা। নফ্‌সের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই এই যুক্তিটিকে একটি বাহানারূপে দাঁড় করিয়াছে। মূলতঃ তাহাদের অন্তরের কথা এই যে, কোরআনের শব্দেরও তাহাদের প্রয়োজন নাই, অর্থেরও তাহাদের প্রয়োজন নাই। যদিও মুখে মুখে অর্থের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের কার্যকলাপ বলিতেছে যে, তাহারা উভয়ের কোনটিকেই প্রয়োজনীয় মনে করে না। অন্যথায় তাহারা কোন সময় তো অর্থসহই কোরআন শরীফ শিক্ষা করিত এবং নিজের ছেলেপেলেদিগকে শিখাইত। ব্যাপার যখন এইরূপ, কাজেই মুখে অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকাশ করা মানুষকে ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কি হইতে পারে ? কিন্তু আমি বলি, খোদাকে কেমন করিয়া ধোকা দিবে ? তিনি তোমাদের মনের কথাও অবগত আছেন যে, তোমরা সকল অবস্থায়ই কোরআনের শিক্ষাকে অনর্থক মনে করিতেছ। উহা শুধু শব্দ শিক্ষাই হউক কিংবা অর্থসহই হউক। কবি বলিতেছেন :

خلق را گیرم که بفریبی تمام + درغلط اندازی تاهر خاص وعام
کارها با خلق آری جمله راست + با خدا تزویر وحیله کے رواست
کارها او راست باید داشتن + رایت اخلاص وصدق برافراشتن

"মনে করি সমস্ত মানুষকেই ধোকা দিতে পারিবে, বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলকেই ভুল পথে চালিতে করিতে পারিবে। মানুষের সঙ্গে তো সমস্ত কার্যই ঠিকমত করিতেছ। খোদার সঙ্গে প্রতারণা এবং ধোকাবাজী কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে ? তাহার সহিত সমস্ত কার্যই সরল এবং সঠিকভাবে করা উচিত, তাহার সামনে অকপটতা সত্যতারও ঝাণ্ডা উঁচু করিয়া ধরা বাঞ্ছনীয়।" মোটকথা, খোদার সহিত ধোকাবাজী চলিতে পারে না। আরেফ শীরাযি বলেন :

ترسم که صرفهٔ نبرد روز بازخواست + نان حلال شیخ ز آب حرام ما

"অর্থাৎ, আমার আশঙ্কা হয়—পাছে কিয়ামতের দিন পীরের হালাল রুটির উপর আমার হারাম পানীয় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ না করে।" কেননা, সে মানুষকে ধোকা দেওয়ার

www.BANGLAKITAB.com

উদ্দেশ্যে তাক্‌ওয়া ও পরহেযগারীর বেশ ধারণ করে। আর আমি গুনাহর কাজে লিপ্ত আছি সত্য, কিন্তু নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ খোদার দরবারে ধোকাবাজীর স্থান নাই। এই কারণে আমার আশঙ্কা হয়—পাছে রিয়াকার ভণ্ড পীরের লোক দেখানো দরবেশী আমার মাতলামীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত না হয়। এইরূপে আমি বলি, যে সমস্ত ফাসেক মুসলমান নিজেকে গুনাহ্‌গার মনে করে, তাহারা ঐ সমস্ত তথাকথিত সভ্য মুসলমান হইতে উত্তম যাহারা ইস্‌লামী আকায়েদ সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং যুক্তির সাহায্যে শরীয়তের বিরোধিতা করে।

॥ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত এড়াইবার বাহানা ॥

এসমস্ত লোক যেহেতু বাহ্যিক চালচলনে মুসলমান। কাজেই মুখে একথা বলিতে পারে না যে, কোরআন পড়িতে আমাদের মন মোটেই চায় না। কেননা, তাহাতে কুফরীর ফতওয়া পড়িবার আশঙ্কা। এই কারণে নফসের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এই বাহানা দাঁড় করাইয়াছে যে, "যখন অর্থ বুঝিতেছি না তখন শুধু শব্দ আওড়াইয়া লাভ কি? ইহার অর্থ শুধু এই যে, তবে আপনি আপনার সন্তানদিগকে অর্থসহই কোরআন শরীফ শিক্ষা দিন এবং প্রথম হইতেই তাহাদিগকে আরবী ভাষা শিখাইবার জন্য আরবী ব্যাকরণ প্রভৃতি পড়িতে দিন। কিন্তু ইহাতে তো আপনাদের রক্ত আরও শুকাইয়া যাইবে। কেননা, তাহাদের তো ইচ্ছা অর্থের বাহানা করিয়া শব্দের বোঝাও ঘাড় হইতে নামাইয়া দেওয়া। এই আবার কি ফ্যাসাদ, উল্টা আরবী ব্যাকরণের বোঝা ঘাড়ে চাপিল। কিন্তু যে ব্যক্তি অর্থ ব্যতীত শব্দকে নিষ্ফল মনে করে এবং আরবী ব্যাকরণ শিখিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, তাহাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা করিবার জন্য বাধ্য করা হইবে।

বন্ধুগণ! বাহ্যতঃ "না বুঝিয়া শুধু শব্দ আওড়াইলে কি লাভ?" কথাটি অর্থ পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা ইসলামকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কোরআন শরীফের অর্থ শিখিবারও চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কবির ভাষায় উহার স্বরূপ এই ঃ

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی + تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

"বিরাগ ছাড়িয়া থাকিলেও সে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছে, এরূপ সংশোধন করিলেও যালিম কি সংশোধন করিয়াছে?"

তাহারা শেষ পর্যন্ত অর্থ শিক্ষা করিবার জন্য সম্মত হইলেও উহার জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তরজমাওয়ালা কোরআন শরীফ দেখিয়া তরজমা পড়িয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই কার্য এরূপ মনে করিতে পারেন যেমন কেহ "পাক প্রণালীর" পুস্তক দেখিয়া "গুল্‌গুলা" প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিল। উক্ত পুস্তকে

www.BANGLAKITAB.com

সর্ব প্রকারের খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীই লিখিত আছে। কিন্তু উহা হইতে আটা গুলিবার উপায়, পানি মিশাইবার প্রণালী এবং অগ্নিতাপের পরিমাণ কেমন করিয়া জানা যাইবে? এতদ্ভিন্ন ইহার আরও একটি দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন, কোন এক ভদ্রলোক পত্র দ্বারা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: ض অক্ষরের উৎপত্তিস্থল কোন্ স্থানে এবং ض ও ظ এর মধ্যে পার্থক্য কিরূপে করা যায়? উত্তরে আমি তাহাকে লিখিয়া দিলাম, এ প্রশ্নের উত্তর পত্রের সাহায্যে বুঝিতে পারা যাইবে না। কেননা,

گر مصور صورت آں دلستاں خواهد کشید + لیک حیرانم که ناز ش را چناں خواهد کشید

"চিত্রকর যদিও সেই প্রাণ-প্রতিমের ছবি অঙ্কন করিতে পারিবে, কিন্তু আমি ভাবিয়া অবাক হইতেছি—তাহার অঙ্গ-ভঙ্গীর ছবি কেমন করিয়া আঁকিবে!" কোন বিচক্ষণ তাজ্‌বীদজ্ঞের মুখে শুনিয়া বুঝিতে পারিবে।

বন্ধুগণ! আমি বলিতেছিলাম, কতক বিষয় এমনও আছে যাহা শুধু পুস্তক পড়িয়া শিক্ষা করা যায় না; বরং উহা শিখিবার জন্য ওস্তাদের শরণাপন্ন হইতে হয়। কেননা, কতক বিষয় অন্তরে অন্তরে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অর্জন করিতে হয়। ইহা কেবল তাসাউফ এবং মা'রেফত শিক্ষার জন্যই নির্দিষ্ট নহে; বরং প্রত্যেক বিদ্যায়ই একটি বিষয় এমন আছে যাহা ছাত্র ও শিক্ষকের অন্তরে অন্তরে সম্পর্ক স্থাপন দ্বারাই অর্জন করিতে হয়।

خوبی همیں کرشمهٔ ناز و خرام نیست + بسیار شیوه ها ست بتاں را که نام نیست

"এই ভ্রূভঙ্গী-যুক্ত ইঙ্গিত, প্রেমের ছলনাযুক্ত ভাবভঙ্গী এবং মনোহর চলন ভঙ্গীমাই সুন্দরীর সৌন্দর্য নহে। প্রেম-প্রতিমা সুন্দরীদের এমন অনেক চাল-চলন বা অভ্যাস আছে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"

তবে কোরআনই এমন সস্তা কেন হইয়া গেল যে, উহার ভাবার্থ ওস্তাদ ব্যতীতই হৃদয়ঙ্গম হইয়া যাইবে? আজকাল "তা'যীরাতে হিন্দ" নামক কিতাবের অনুবাদ উর্দু ভাষায় বাহির হইয়াছে, কেহ উক্ত অনুবাদ দেখিয়া উহার সঠিক অর্থ বর্ণনা করুক দেখি? নিশ্চয়ই অনেক জায়গায় ভুল করিবে। অনুরূপভাবে স্বর্ণ প্রস্তুত বিষয়ক কিমিয়ার কিতাবসমূহও উর্দু ভাষায় লিখিত হইয়াছে, উহা দেখিয়া কেহ স্বর্ণ প্রস্তুত করুক দেখি? কখনও প্রস্তুত করিতে পারিবে না। সুতরাং তরজমা পাঠ করা কোরআনের অর্থ শিখিবার সঠিক পন্থা নহে। তরজমা পাঠ করিতে হইলে আগে আরবী ব্যাকরণ এবং কিছু পরিমাণ ফেকাহ্ শাস্ত্র পড়িয়া অতঃপর কোরআনের তরজমা পাঠ করুন। যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃ কোন আলেমের নিকট উর্দু তরজমা সবকে সবকে পড়িয়া লউন।

॥ অর্থের ক্ষেত্র ॥

আমি পূর্বে বলিয়াছি, আধুনিক শিক্ষার কারণে একদল লোকের আকিদা (ধর্ম বিশ্বাস) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর একদল সাধারণ লোক। তাহাদের আকিদা

www.BANGLAKITAB.com

এরূপ নহে যে, অর্থ না বুঝিয়া কোরআন শরীফ পাঠ করায় কোন লাভ নাই। কিন্তু তাহারা আধুনিক শিক্ষিত লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কোরআন শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছে না। অতএব, ইহারাও অন্য প্রকারে এই ভুলে লিপ্ত রহিয়াছে। সুতরাং এখন আমি সেই ভুলটি সংশোধন করিতে মনস্থ করিয়াছি। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে الٓرٰ বলিয়াছেন, এইগুলি পৃথক পৃথক হরফ। ইহার অর্থ আমাদের অজ্ঞাত, অবশ্য কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলিয়াছেন যে, এ সমস্ত পৃথক পৃথক হরফের অর্থ হুযূর (দঃ) অবগত ছিলেন, কিন্তু উম্মতবৃন্দের মধ্যে কাহাকেও বলা হয় নাই। আমি আমার বক্তব্য বর্ণনায় এই হরফগুলি দ্বারাও সাহায্য গ্রহণ করিব। শ্রোতৃবৃন্দ অবশ্য বিস্মিত হইবেন যে, অর্থই যখন জানা নাই তখন ইহা দ্বারা বক্তব্য বিষয় কেমন করিয়া প্রমাণিত হইবে!

কিন্তু আমার বর্ণনার পরে আপনাদের এই বিস্ময় দূর হইয়া যাইবে। এখন আমি আয়াতগুলির তরজমা বর্ণনা করিতেছি। অতঃপর উক্ত হরফগুলির সাহায্যে আমার বক্তব্য প্রমাণ করিব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ

"ইহা কিতাব ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত। পরবর্তী আয়াতটির তরজমাও এই রূপই। কেবল كِتَاب এবং قُرْاٰن শব্দগুলি আগে পরে হওয়ার পার্থক্য। এস্থলে আয়াতের দুইটি ছিফত বা বিশেষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। একটি 'কোরআন' অপরটি 'কিতাব'। 'কোরআন' শব্দের অর্থ পড়ার উপযোগী এবং 'কিতাব' শব্দের অর্থ লিখার উপযোগী। পড়ার ও লিখার উপযোগী বস্তু কি? তাহা বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে। তাহা শব্দ ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা, অর্থ বা মনোগতভাবকে কে লিখিতে পারে বা পড়িতে পারে? এখন একটি বিষয় আমার মনে উদিত হইয়াছে, যাহা প্রথমে মনে পড়ে নাই। এযাবৎ তো একথাই মনে ছিল যে, শব্দই লেখার ও পড়ার উপযোগী বস্তু। মনোগতভাব বা অর্থকে কেহ লিখিতে পড়িতে পারে না।

এ সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনা মনে পড়িয়াছে। আরবী ব্যাকরণ-শাস্ত্রবিদগণ বলিয়াছেন, ضَرَبَ ক্রিয়ার অভ্যন্তরে هُوَ সর্বনামটি উহ্য আছে। ইহার অর্থ এই যে, هُوَ সর্বনামটি এখানে বাহিরে উল্লেখ করা না হইলেও বুঝা যায়। কিন্তু জনৈক ছাত্র মনে করিল যে, ضَرَبَ শব্দের মধ্যে هُوَ সর্বনামটি লুক্কায়িত আছে। অতএব, সে ضَرَبَ শব্দটিকে ঘষিতে আরম্ভ করিল। এমন কি কাগজ ছিঁড়িয়া গেল এবং ঘটনাক্রমে ضَرَبَ শব্দের নীচে ঠিক সেই স্থানে অপর পাতায় هُوَ শব্দ লিখিত ছিল। সে উহাতে খুব আনন্দিত হইল এবং মনে মনে বলিল, ওস্তাত্‌জী তো ঠিকই বলিয়াছেন। সত্যই তো এখানে هُوَ শব্দটি লুক্কায়িত ছিল; কাগজ ছিঁড়িতেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অতঃপর সে দৌড়াইয়া ওস্তাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, দেখুন হুযূর! আমি ضَرَبَ শব্দটিকে ঘষিয়াছিলাম,

www.BANGLAKITAB.com

এই যে, উহার ভিতরে লুক্কায়িত ভাব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ওস্তাদ তাহার কথা শুনিয়া খুব হাসিলেন এবং কথাটির মতলব তাহাকে পুনরায় বুঝাইয়া দিলেন।

মোটকথা, এই ছাত্রটি বুঝিয়াছিল যে, অদৃশ্য মনোগত অর্থও লিপিবদ্ধ হইতে পারে, ইহা তাহার ভুল। মনোগত অর্থ লেখাও যায় না, পড়াও যায় না। উহার ক্ষেত্র শুধু অন্তর। মানুষ বেতারের খবর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উহা পূর্ব হইতেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। কেননা, শব্দ হইতে অর্থ বুঝিয়া লওয়া বেতারের খবরই তো বটে। কারণ, অর্থের কেন্দ্র অন্তর। সুতরাং যখনই কাহারও মুখ হইতে কোন শব্দ বহির্গত হয়, তৎক্ষণাৎ উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়।

।। শব্দের অর্থ ।।

সারকথা, এই আয়তগুলিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে ; বরং স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, কোরআন শরীফের সহিত পড়ার সম্পর্ক রাখ। কেননা, 'কোরআন' শব্দের অর্থ ইহাই। বলাবহুল্য, শব্দকেই পড়া যায়, অর্থকে নহে। 'আয়াতের' দ্বিতীয় ছিফাত বা বিশেষণ উল্লেখ করা হইয়াছে 'কিতাব', ইহার অর্থ 'লিখার উপযোগী'। ইহাতে বুঝা যায় যে, কোরআনের শব্দগুলির সহিত পড়িবার সম্পর্ক ছাড়া লিখিবার এবং আয়ত্ত করার সম্পর্কও রাখা উচিত।

এতক্ষণ পর্যন্ত তো কেবল এই কথাটিই মনের মধ্যে ছিল। এখন আমার মনে যে আর একটি কথার উদয় হইয়াছে—তাহা এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে 'কিতাব' শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র শব্দও নহে অর্থও নহে। কেননা, শব্দগুলি তো মুখে উচ্চারিত হয় ; সুতরাং উহাদের ক্ষেত্র মুখ। অভিধানে كتب শব্দের অর্থ 'নিক্ষেপ করা' ; মুখ হইতে শব্দগুলি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া উহাদিগকে كتب বলা হয়। পক্ষান্তরে অর্থের ক্ষেত্র শুধু অন্তর। উহাকে তো কোনক্রমেই কিতাব বলা যাইতে পারে না। অতএব, কিতাব শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র শব্দ এবং অর্থ ছাড়া অন্য কিছু ; অর্থাৎ 'নক্‌শা' যাহাকে সাধারণ লোক 'কেরম কাটা' বলিয়া থাকে। কেননা, সাধারণ উম্মী লোকেরা লিখিতেও জানে না পড়িতেও জানে না। কাজেই তাহারা শব্দ ও অক্ষরগুলিকে আঁকা-বাঁকা দাগ বা 'কেরম কাটা' বলিয়া থাকে। কিন্তু 'কিতাব' শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র নিছক চিহ্ন বা আকৃতি নহে ; বরং ঐ সমস্ত আকৃতি, যাহা কোন অর্থ বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতিগতভাবে আকৃতিকে 'কিতাব' বলা যাইবে না। যেমন, শব্দগুলিও প্রকৃতিগতভাবে কোন অর্থ বুঝায় না ; বরং যে শব্দ যে অর্থের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে—তাহাই বুঝাইবে। যদি প্রকৃতিগতভাবে কোন শব্দ অর্থ বুঝাইত, তবে অন্য ভাষা-ভাষীও তাহা বুঝিতে পারিত। কিন্তু তাহা পারে না। এইরূপে নক্‌শাগুলিও কোন নির্দিষ্ট শব্দ বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব, সৃষ্টির কারণেই কোন আকৃতি কোন নির্দিষ্ট শব্দ বুঝাইয়া

www.BANGLAKITAB.com

থাকে। এই কারণেই শিক্ষিত লোক তাহা বুঝিতে পারে। নিরক্ষর লোকেরা বুঝিতে পারে না। আপনারা এখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আকৃতিগুলিকেই কিতাব বলা হইবে। কিন্তু একদল লোক কোরআনের শব্দগুলিকেই অনর্থক বলিয়া থাকে। অথচ এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, কোরআনের আকৃতিগুলিও সংরক্ষণের যোগ্য এবং সম্মানের পাত্র। এখন তো বিপরীত বোঝাই ঘাড়ে চাপিল—"নামায মাফ করাইবার জন্য গেলাম; (তাহা তো হইলই না) উল্‌টা রোযাও আসিয়া গলায় জড়াইল"।

কিন্তু বন্ধুগণ! ইহা গলায় জড়ায় নাই। কেননা, ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করিতে পারেন —কোন বাদশাহ্ কোন এক ব্যক্তিকে বহু স্বর্ণমুদ্রা ও হীরা জওয়াহেরাত দিয়া বলিল, ইহাকে খুব হেফাযতে রাখিও, তালা বন্ধ করিয়া রাখিও। যদি সে ব্যক্তি স্বর্ণমুদ্রা রত্ন রাজির মূল্য বুঝে, তবে সে এই হুকুমটি খুব যত্ন সহকারে পালন করিবে এবং বলিবে:

جزاک اللہ کہ چشمم باز کردی + مرا با جان جاں ہمراز کردی

"আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন! কেননা, আপনি আমার জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন, আমার প্রাণ বস্তুর সহিত আমাকে পরিচিত করাইয়াছেন।"

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি টাকা-পয়সার মূল্য জানে না সে ব্যক্তি বলিবে: "আচ্ছা আপদ ঘাঁড়ে চাপিল! হেফাযত কর এবং তালা বন্ধ করিয়া রাখ।"

এইরূপে যাহারা কোরআনের অর্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহারা কোরআনের শব্দ এবং আকৃতিরও মর্যাদা দিবে। কেননা, শব্দ ও আকৃতি অর্থকেই সংরক্ষিত রাখার উপকরণ। আর যাহারা অর্থকেও মর্যাদা দেয় না তাহারা শব্দ ও আকৃতিকে আপদই মনে করিবে। অতএব, বুঝিতে হইবে—যে সমস্ত নব্যশিক্ষিত লোক কোরআনের শব্দগুলিকে তেলাওয়াত করা নিষ্ফল মনে করিয়া থাকে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কোরআনের অর্থকেও কোন মর্যাদা দেয় না। অন্যথায় তাহারা উহার হেফাযতের সর্ববিধ উপকরণেরই মূল্য প্রদান করিত।

॥ কোরআনের শব্দগুলির হেফাযত ॥

বন্ধুগণ! কোরআনের সংরক্ষণ ব্যাপারে উহার শব্দগুলির বিশেষ কার্যকরিতা রহিয়াছে। কেননা, কোরআনের শব্দগুলির এক অস্বাভাবিক গুণ এই যে, অতি সহজে মুখস্থ হইয়া যায়। খোদা না করুন! খোদা না করুন!! এই কাগজে লিখিত কোরআন শরীফ যদি একেবারে লোপ পাইয়াও যায়, তবে একটি হাফেযে-কোরআন বালক নিজের স্মৃতিপট হইতে উহা পুনরায় লিখাইয়া দিতে পারিবে; বয়স্কদের কথা না-ই বলিলাম।

মুযাফ্‌ফরনগরের একটি ঘটনা—জনৈক বক্তা তথাকার এক সভায় কোরআনের এই মো'জেযা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কাজেই তিনি ওয়াযের মধ্যস্থলে একটি

www.BANGLAKITAB.com

আয়াত কিছুদূর পাঠ করিয়া আট্‌কিয়া গেলেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ 'এই মজলিসে ছোট বড় যত হাফেযে-কোরআন আছেন তাঁহারা দয়া করিয়া দাঁড়াইয়া পড়ুন। একটি আয়াত সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়াছে। আমি তাহা পরিষ্কার করিয়া লইতে চাই। তৎক্ষণাৎ চতুর্দিক হইতে অনেক লোক দাঁড়াইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অল্পবয়স্ক বালকও ছিল, যুবকও ছিল, বৃদ্ধও ছিল এবং অর্ধবয়সীও ছিল। ইহা দেখিয়া ওয়ায়েয ছাহেব বলিলেনঃ "আলহামদু লিল্লাহ্, বন্ধুগণ! কোন আয়াতে আমার সন্দেহ হয় নাই। আমিশুধু এতটুকু দেখাইতে চাহিয়াছিলাম যে, এই মজলিসে ইচ্ছা করিয়া কেহ হাফেযদিগকে একত্র করে নাই। ঘটনাক্রমে এমনিই আসিয়া পড়িয়াছেন। তবুও এই সভায় এত হাফেজের সমাবেশ। এখন অনুমান করুন সমগ্র শহরে কত হাফেয আছেন। তৎপর ধারণা করুন—সমগ্র জিলায় কত, পুরা ভারতে কত এবং গোটা দুনিয়ায় কত হাফেয থাকিতে পারেন।"

বন্ধুগণ! ইহাকে কোরআনের মো'জেযা না বলিয়া আর কি বলা যায়? এই যুগে যখন কোরআনের প্রতি আগ্রহ হওয়ার কোন উপকরণ নাই। হাফেযগণ কোন বড় চাকুরীও পান না; বরং দেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের অধিকাংশই ইংরেজী পড়ার পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে বিধর্মিগণ কোরআনকে লোপ করিয়া দেওয়ার জন্য নানাবিধ চেষ্টা চালাইতেছে। তথাপি হাফেযের সংখ্যা এত অধিক যে, শিশুরাও কোরআনের হাফেয। আবার পুরুষ হাফেয তো আছেই কোন কোন স্থানে মেয়েলোক হাফেযও রহিয়াছে। 'পানিপথ' গ্রামে বহু মেয়েলোক হাফেয আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার সাত কেরাআতেরও হাফেয।

বন্ধুগণ! আমি নিতান্ত স্বাধীনতার সহিত পরিষ্কার ভাষায় বলিতেছি, যাহারা অর্থ না বুঝিয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করাকে নিরর্থক মনে করে, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের হেফাযতের জন্য হাফেয সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, আর ইহারা দুনিয়া হইতে কোরআনের অস্তিত্ব লোপ করিতে চায়। কেননা, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে শৈশবেই কোরআন-হেফ্‌য ভাল হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তত হেফয্ হয় না শৈশবে যেমন হইয়া থাকে। আবার শিশুরা শৈশবে কোরআনের অর্থ বুঝিবার উপযোগী হয় না। অতএব, ইহাদের পরামর্শানুযায়ী যদি শিশুদিগকে কোরআন পড়িতে না দেওয়া হয়, তবে ফল এই দাঁড়াইবে যে, হেফ্‌যের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ

وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ *

www.BANGLAKITAB.com

"কাফেরেরা ফুৎকার দিয়া আল্লাহ্‌র আলো নিভাইয়া দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আলো পূর্ণ না করিয়া ছাড়িবেন না, যদিও কাফেরেরা তাহা পছন্দ না করুক।"

ইহারা খোদার নূর মিটাইয়া দিতে চায়। খোদার কসম! ইহারা নিজেরাই লোপ পাইবে। খোদার নূর তাহাদের লোপ করাতে লোপ পাইবে না। তাহারা নিজেদের ঈমান রক্ষা করুক। তাহারা আছে কোন্ খেয়ালে? আল্লাহ্‌র কসম, তাহাদের নাম চিহ্নও থাকিবে না, তাহারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

কবি বলেন ঃ

چراغے را کہ ایزد بر فروزد + ہر آنکو تف زند ریشش بسوزد

"যে বাতি আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্জলিত করেন তাহা নিভাইবার জন্য যে ব্যক্তি উহাতে ফুৎকার দেয় তাহারই দাড়ি পোড়া যায়।"

॥ আল্লাহ্‌র আলো নিভিতে পারে না ॥

কবি আরও বলেন ঃ

اگر گیتی سراسر باد گیرد + چراغ مقبلاں ہرگز نمیرد

"সমগ্র বিশ্ব বায়ুতে পরিপূর্ণ হইলেও আল্লাহ্‌র দ্বারে আগন্তুকদের বাতি কখনও নিভিবে না।"

এই আল্লাহ্‌ওয়ালা কবি এই কবিতাটি আল্লাহ্‌ওয়ালাগদের আলো সম্বন্ধে বলিয়াছেন। অতএব, দেখুন আল্লাহ্‌র প্রেমিক বান্দাগণের আলোই যখন কাহারও লোপ করাতে লোপ পায় না, তবে স্বয়ং আল্লাহ্‌পাকের নূর কেমন করিয়া লোপ পাইতে পারে? কোন কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের উপর যালেমেরা উৎপীড়ন করিয়াছে। তাঁহাদিগকে অপমান করিতে চাহিয়াছে। তাঁহাদের মাযারের উপর মলমূত্র নিক্ষেপ করাইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের নাম এবং তাঁহাদের আলো আজ পর্যন্ত উজ্জ্বল এবং দীপ্তিমান রহিয়াছে। অথচ সেই উৎপীড়ক যালেমের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। কেহ তাহার নামের খবরও রাখে না। তাহার কবরেরও কোন চিহ্ন নাই। আর আল্লাহ্‌ওয়ালা গণের মাযারসমূহ এখন পর্যন্ত মানুষের লক্ষ্যস্থল হইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা চাক্ষুষ দেখা গিয়াছে যে, আল্লাহ্ ওয়ালাগণ নিজদিগকে নিজেরাই লোপ করিয়া দিতেন। নিশ্চিহ্ন করিতে ও নিরুদ্দেশ করিতে চাহিতেছেন এবং দুনিয়াদারেরা বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের প্রচার ও খ্যাতি কামনা করিতেছে। কিন্তু খোদা-প্রেমিকগণ প্রজ্জলিত ও বিখ্যাত হইতেছেন আর দুনিয়াদারদের খ্যাতি কিছুদিনের জন্য হইয়া পরে মাটির সঙ্গে মিশিয়া বিলীন হইয়া যায়। আল্লাহ্‌ওয়ালা কোন কোন গ্রন্থকার নিজ রচিত কিতাবে নিজের নাম পর্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। তথাপি তাঁহাদের কিতাব জনপ্রিয়তা অর্জন

www.BANGLAKITAB.com

করিয়া যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিতেছে। পক্ষান্তরে দুনিয়াদার লেখকগণ নিজেদের পুস্তকে বড় আড়ম্বরের সহিত নিজেদের নাম প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের পুস্তক কেহই জিজ্ঞাসা করে না।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা মনে পড়িয়াছে। এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নাম কি ? সে ব্যক্তি নিজের নাম ফলাইবার উদ্দেশ্যে বলিল: ابو عبد الله السميع العليم الذى لا يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه-

এ পর্যন্ত বলিতেই জিজ্ঞাসাকারী হাসিয়া বলিল : مرحبا بك يا نصف القرآن অর্থাৎ, শাবাস ! অর্ধেক কোরআনের উপনামধারী। মোটকথা, অহংকারী লোকেরা যে প্রকারেই হউক নিজেদের নাম ফলাইতে চায়।

এইরূপে মস্‌নবী শরীফে এই জাতীয়ই এক ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, লোকটি গরীব ছিল। কিন্তু নিজেকে বড় লোক বলিয়া প্রকাশ করিত। নিজের ঘরে এক টুক্‌রা চামড়ায় চর্বি মাখাইয়া রাখিয়াছিল। প্রত্যহ চর্বি দ্বারা গোঁফ তৈলাক্ত করিয়া বাহিরে যাইত এবং লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইত : 'আজ আমি পোলাও খাইয়াছি, কোরমা খাইয়াছি।' একদিন এইরূপে কোন একজন লোকের নিকট বড়াই করিতেছিল, এমন সময় তাহার ছেলে ঘর হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, আব্বা ! যে চামড়াখানি হইতে আপনি আপনার গোঁফকে চর্বিযুক্ত করিতেন একটি বিড়াল তাহা নিয়া পালাইয়াছে। ছেলে গোমর ফাঁক করিয়া দিতেই মানুষ বুঝিতে পারিল, এই লোকটি প্রতিদিন মিথ্যা বলিতেছে। চর্বি দ্বারা গোঁফ তৈলাক্ত করিয়া পোলাও কোরমা খাওয়ার দাবী করিতেছে। ফলকথা, কৃত্রিমতা কখনও স্থায়ী হয় না। একদিন গোমর ফাঁক হইয়া যায়। তখন লোক-চক্ষুতে সম্মানিত হওয়ার পরিবর্তে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ বিভিন্ন উপায়ে নিজদিগকে গোপন রাখিতে ও নিশ্চিহ্ন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে আরও অধিকতর প্রজ্জলিত ও বিখ্যাত করিয়া তোলেন :

نہ کچھ شوخی چلی باد صبا کی + بگڑنے میں بھی زلف اسکی بنا کی

"প্রাতঃকালীন উদ্ধত বায়ু তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। তাহার চুলগুলি এলোমেলো করার মধ্যে আরও সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হইয়া গেল।"

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম ছাহেব(রঃ)-এর অবস্থা এইরূপ ছিল যে, এমন পোশাক পরিধান করিতেন যেন লোকে তাঁহাকে আলেম বলিয়া চিনিতে না পারে। আবা-কাবাও পরিতেন না, চোগাও পরিতেন না, মল্‌মল্ এবং তান্‌যীব নামক মিহীন কাপড়ের জামাও পরিতেন না ; বরং গাঢ় মোটা মারকিন কাপড় তাঁহার পোশাক ছিল। এই কাপড় পরিয়াই তিনি বড় বড় মজলিসে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু সমস্ত আবা-কাবা ও চোগাধারিগণ তাঁহার সম্মুখে অকর্মণ্য হইয়া থাকিতেন। অন্য

www.BANGLAKITAB.com

কাহাকেও কেহ জিজ্ঞাসাও করিত না। শাহ্‌জাহানপুরে একবার অমুস্‌লিমদের সহিত এক বিরাট বাহাছের মজলিস হইয়াছিল। অনেক চোগা ও যুব্বা পরিহিত আলেম তথায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত মাওলানা সেই সাধারণ কোর্তা এবং লুঙ্গী পরিয়াই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি বক্তৃতা করিলে শাহ্‌জাহানপুরবাসীদের উপর উহা এত প্রভাব হইয়াছিল যে, তথাকার হিন্দু মহাজন এবং বানিয়াগণও বলিয়াছিল, নীল বর্ণের লুঙ্গীওয়ালা মৌলভীই জিতিয়া গেল। নদীর স্রোতের ন্যায় বক্তৃতা করিয়াছে। কেহ তাহার কথার উত্তরই দিতে পারে নাই।

এতদ্ভিন্ন মাওলানার ইহাও অভ্যাস ছিল যে, কাহারও নিকট নিজের নাম প্রকাশ করিতেন না। কাহারও নিকট তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে তিনি সঙ্গীদিগকেও নিষেধ করিয়া দিতেন। কেহ যদি তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিত ঃ হুযুর 'আপনার নাম কি ?' বলিতেন, খুরশীদ হুসাইন। কেননা, তাঁহার জন্ম তারিখ সংক্রান্ত নাম ইহাই ছিল। কিন্তু সে নাম লোকে জানিত না। সুতরাং কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তিনিই মাওলানা কাছেম ছাহেব। কেহ বাড়ীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, এলাহাবাদ। নানুতার কথা বলিতেন না। সঙ্গিগণ বলিত, হযরত! আপনার বাড়ী এলাহাবাদে কেমন করিয়া হইল ? অর্থাৎ ইহা তো মিথ্যা হইল। তিনি বলিতেন, নানুতাও আল্লাহ্‌রই আবাদকৃত। সুতরাং আভিধানিক অর্থে প্রত্যেক বস্তুই এলাহাবাদ। অর্থাৎ, আমার উক্তি মিথ্যা হয় নাই। وفی المعاریض مندوحة عن الكذب। অর্থাৎ দ্ব্যর্থবোধক ভাষার মধ্যে প্রশস্ততা আছে, যদ্দ্বারা মিথ্যা বলা হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আত্ম-গোপনের এত চেষ্টা সত্ত্বেও কি তিনি গোপন থাকিতেন ? আল্লাহ্ তাঁহাকে প্রজ্জ্বলিতই করিতেন।

আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের সম্মান এত শ্রেষ্ঠ যে, তাঁহাদের খ্যাতিলাভের বাহ্যিক উপায় অবলম্বন এবং আড়ম্বরের উপকরণের প্রয়োজন হইত না। ইহা ঐ সমস্ত লোকের কাজ যাহাদের সত্যিকারের সম্মান নাই। তাহারাই সম্মান লাভের উপায় অন্বেষণ করে এবং খ্যাতিলাভের উপকরণ অবলম্বন করে। কবি মুতানাব্বী বলেন ঃ

حسن الحضارة مجلوب بنظرية + وفی البداوة حسن غير مجلوب
افدی ظباً فلاة ما عرفن بها + مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب
فلا برزن من الحمام ما ثلة + اوراكهن صقيلات العراقيب

"অর্থাৎ, শহুরে মেয়েদের সৌন্দর্য কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট হয়। আর গ্রাম্য সুন্দরী মেয়েলোকের সৌন্দর্য স্বাভাবিক। উহাতে কৃত্রিমতার কোনই দখল নাই ; সুতরাং প্রকৃত সৌন্দর্য উহাই যাহাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই ; স্বভাবতঃই সুন্দর দেখায়। কাজেই কামেল লোকেরা সাদা-সিধা পোশাকে চলাফেরা করেন। ইহা কেবল আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সঙ্গেই নির্দিষ্ট নহে ; বরং দুনিয়াবী বিদ্যায়ও যাঁহারা কামেল,

www.BANGLAKITAB.com

তাঁহাদের মধ্যে পরিপক্কতার কারণে স্বভাবতঃ সরলতা ও সাদাসিধা ভাব আসিয়া যায়। তাঁহারা বাহ্যিক সাজ-সজ্জা বা আড়ম্বরের পরোয়া করেন না। আপনারা কিমিয়া প্রস্তুতকারীদিগকে দেখিয়া থাকিবেন, কেমন অনাড়ম্বর অবস্থায় থাকেন। কেননা, উদ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি পূর্ণ নিমগ্নতার কারণে নিজের অস্তিত্বের প্রতিও খেয়াল হ্রাস পায়। যেমন বরযাত্রীদের উদ্যোক্তা বা কার্যনির্বাহক সমগ্র বরযাত্রীদের মধ্যে নিকৃষ্ট বেশে থাকেন। অথচ অন্যান্য যাত্রীদের এন্তেযামকারী এক ঝোঁকের মধ্যে মত্ত থাকেন যদ্দরুন তাহার নিজের সাজ-সজ্জার প্রতি খেয়াল থাকে না। কাজেই আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের আভ্যন্তরীণ ঝোঁকের কারণে যদি তাঁহাদের মানসিক অবস্থা সাধারণের বিপরীত হয়—বিস্মিত হইবেন না; বরং না হওয়াটাই বিস্ময়ের কারণ মনে করিবেন।

আমি বলিতেছিলাম—আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের নূর কাহারও লোপ করিয়া দেওয়ায় লোপ পাইতে পারে না। তবে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার নূর কেমন করিয়া লোপ পাইতে পারে? অতএব, ইহা খোদারই হেফাযতী ব্যবস্থা—যুগে যুগে এত অধিক সংখ্যক 'হাফেযে-কোরআন' বিদ্যমান থাকেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

॥ আল্লাহ্‌র মর্যীর প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা ॥

তদুপরি কেহ কেহ আবার এরূপও বলিয়া থাকে যে, খোদাই যখন কোরআনের হেফাযত করিতেছেন, তখন সে বিষয়ে আমাদের চেষ্টা করার বা ভাবিবার কি প্রয়োজন? বন্ধুগণ! এই কথাটি এমন অন্তর হইতে বাহির হইয়াছে যাহাতে খোদার সহিত সম্পর্ক ও মহব্বত কিছু মাত্রও নাই। সম্রাট পঞ্চম জর্জ আপনাকে কোন হাদিয়া বা উপহার প্রদান করিলে আপনি উহার অমর্যাদা করিতে পারেন কি? বিশেষ করিয়া তাঁহার সম্মুখে? কখনও পারেন না; বরং উহাকে মাথা ও চোখের উপর রাখিবেন এবং প্রাণের চেয়ে অধিক উহার হেফাযত করিবেন। আর যদি তিনি আপনাকে কোন খাদ্য দ্রব্য উপহার দেন এবং আপনি তাঁহার সম্মুখেই খাইতে আরম্ভ করেন, তবে উহার একটি টুকরাও কি আপনি মাটিতে পড়িতে দিবেন? কখনও দিবেন না; বরং এমন আগ্রহ ও সতর্কতার সহিত উহা আহার করিবেন যেন এরূপ নেয়ামত আপনার ভাগ্যে কোনদিন জুটিয়াছিল না। যদি উহার একটু রেণুও মাটিতে পতিত হয় তৎক্ষণাৎ আপনি উহা মাটি হইতে তুলিয়া মাথার উপর রাখিবেন।

ইহা হইতেই হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর তাৎপর্য বুঝিয়া লউন--"আহারের সময় যদি খাদ্য-দ্রব্যের কোন অংশ মাটিতে পড়িয়া যায়, তবে উহাকে পরিষ্কার করিয়া খাইয়া ফেল।" কেননা হুযুর (দঃ) অবগত আছেন যে, আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে দেখিতেছেন। কাজেই তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার প্রদত্ত নেয়ামতের অসম্মান

www.BANGLAKITAB.com

করা বড়ই নির্লজ্জতা হইবে। অতএব, বন্ধুগণ! খোদা তা'আলা এই কোরআন শরীফ আপনার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলার এই মহা দানের সম্মান করা কি আপনাদের উচিত নহে? উহার হেফাযত কি আমাদেরও করা উচিত নহে? বন্ধুগণ! আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনকে যখন আপনাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, তখন তো ইহা আপনাদের সম্পদ। অতএব, সমস্ত বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌র তরফ হইতে আপনি যে দান প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই মহামূল্যবান সম্পদের হেফাযত করাতে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন এবং তিনি উহাকে সংরক্ষিতই রাখিতে ইচ্ছা করেন। অতএব, আপনাকেও খোদার মর্‌যীর উপরই চলা উচিত।

ইহার তত্ত্ব আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। শাহেদৌলা নামক এক বুযুর্গ লোক ছিলেন। একদিন তাঁহার বস্তীর লোকেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ হুযুর! নিকটস্থ নদী ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বস্তীর দিকে আগাইয়া আসিতেছে। বস্তী জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। দো'আ করুন যেন আল্লাহ্ তা'আলা উহার স্রোতের গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া দেন। তিনি বলিলেন ঃ আগামী কল্য ভোরে তোমরা সকলে কোদাল লইয়া এখানে উপস্থিত হইবে, আমি উহার ব্যবস্থা করিব। পরের দিন সমস্ত লোক উপস্থিত হইলে তিনি সকলকে নদীর পাড়ে লইয়াগেলেন এবং বলিলেন ঃ বস্তীর দিকে পানি যাওয়ার জন্য খাল কাটিয়া রাস্তা করিয়া দিতে আরম্ভ কর। লোকেরা বলিল ঃ হুযুর! এইরূপে তো দুই দিনের স্থলে একদিনেই নদী বস্তীতে পৌঁছিয়া যাইবে। তিনি বলিলেন ঃ নদীর গতি বস্তীর দিকেই হইতেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার মর্‌যীও ইহাই দেখিতেছি। সুতরাং "যেদিকে মওলা সেদিকেই শাহেদৌলা।" তোমরা খাল খননের কাজ আরম্ভ করিয়া দাও। সে যুগের মানুষ বুযুর্গানে দ্বীনের বড়ই অনুগত ছিল। বস্তীর দিকেই খাল খনন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই পানির গতি পরিবর্তিত হইয়া নদীর স্রোতের ধার অপর দিকে প্রবাহিত হইল বস্তীর বিপদও কাটিয়া গেল। এই ছিল আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের অবস্থা। দেখুন! তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার মর্‌যীর প্রতি কেমন লক্ষ্য রাখিতেন।

এখন দুনিয়াদারদের কথা শুনুন। তাহারা শাসনকর্তাদের মর্‌যীর প্রতি কিরূপ লক্ষ্য রাখিয়া থাকে। জনৈক বিশ্বস্ত লোক আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কোন এক স্থানে জল-প্রণালীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার উহা শ্রমিক দ্বারা মেরামত করাইতেছিল। কিন্তু উহাতে যতই মাটি ফেলা হইতেছিল স্রোতের বেগে উহা ধুইয়া যাইতেছিল। ছিদ্র বন্ধ হইতে ছিল না। তখন উক্ত ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার লাফাইয়া গিয়া স্রোতের মুখে শুইয়া পড়িল এবং বলিল, এখনতোমরা মাটি ফেলিতে থাক—আমি স্রোতের বেগ কমাইয়া দিয়াছি। সে স্রোতের মুখে যাইয়া শয়ন করিতেই

www.BANGLAKITAB.com

বড় বড় কর্মচারিগণ তথায় যাইয়া শুইয়া পড়িল এবং শ্রমিকেরা মাটি ফেলিতে আরম্ভ করিল। অল্প সময়ের মধ্যেই পানি কমিয়া বাঁধের ছিদ্র বন্ধ হইয়া গেল। অতঃপর স্রোতের মুখে শায়িত লোকেরা ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল। এখন দেখুন, ইহা প্রকৃতির নিয়ম—প্রজাবৃন্দ শাসনকর্তার মর্যীর প্রতি অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে। তবে খোদা তা'আলা কি এতই সস্তা যে, যেদিকে তাঁহার মর্যী সে দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়া হইবে না? মাওলানা রূমী এই বিষয়টিকেই মসনবী শরীফে বলিতেছেন:

اے گراں جاں خوار دیدہ ستی مرا + زانکہ بس ارزاں خریدہ ستی مرا

"হে নিষ্ঠুর! তুমি আমাকে হীন মনে করিতেছ। ইহার কারণ এই যে, খুব সস্তা মূল্যে তুমি আমাকে খরিদ করিয়াছ।"

॥ খোদা তা'আলার সহিত সম্পর্কহীনতা ॥

আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতে পারি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত আমাদের সম্পর্ক খুব কম। মানুষ শুধু চাকুরী ও মোকদ্দমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছে; বরং এরূপ বলিতে পারেন,কেবল রুটির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক রাখা হইতেছে। রুটি পাওয়া গেলে আর খোদার প্রয়োজন কি?

আর কোরআনেরই বা আবশ্যক কি? এরূপ সময়েই এ সমস্ত মাতলামি মাথা চাড়া দিয়া উঠে যে, "অর্থ না বুঝিয়া কোরআন তেলাওয়াতে লাভ কি?" আর খোদা স্বয়ং যখন কোরআনের হেফাযতকারী, তখন আর আমরা উহার হেফাযত করিবার প্রয়োজন কি? اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ

আমাদের শহরে কোন এক ধনী জোতদারের পুত্র নামায পড়িতে আরম্ভ করিল এবং রমযান মাসে এ'তেকাফও করিতে শুরু করিল। আবার নামাযের পর দো'আও অনেকক্ষণ ব্যাপীয়া করিত। তখন তাহার চাচা বলিল: শ্বস্তরা নামায পড়িয়া হাত উঠাইয়া খোদার কাছে কি প্রার্থনা করে? তাহার গৃহে কোন্ বস্তুর অভাব আছে? তাহার কাছে জমিন আছে, ঘর-বাড়ী আছে, গাভী আছে, বলদ ও মহিষ আছে, আর কি চায়?" তাহার মতলব এই যে, খোদার সঙ্গে তো কেবল রুটির সম্পর্ক, রুটির সমস্ত উপায় এবং উপকরণ যখন মওজুদ আছে, তখন আর খোদার সহিত কিসের সম্পর্ক? نَعُوْذُ بِاللّٰهِ

বন্ধুগণ! এই মূর্খ লোকটি তো মুখে এই কথাটি বলিয়াছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক লোকের কাজকারবারের ধারা হইতে এই অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে যে, খোদার সহিত তাহাদের সম্পর্ক খুবই কম। যেটুকু আছে তাহা কেবল নিজের মতলবের জন্য। যে কাজে নিজের মতলব নাই তাহাতে খোদার সহিত কোন সম্পর্কও নাই। আর খোদার সহিতই যখন এরূপ ব্যবহার, তখন মানুষের সহিত তাহারা এরূপ ব্যবহার করিলে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নাই।

www.BANGLAKITAB.com

এই তো অল্প কয়েক দিন আগেকার ঘটনা—এক ব্যক্তি একটি বিবাহ সম্বন্ধ মঞ্জুর করিয়া আবার উহা প্রত্যাখ্যান করে। এই ব্যক্তি ছিল আমার সহিত সম্পর্কযুক্ত; সুতরাং বরপক্ষ হইতে আমার নিকট চিঠি আসিল, "আপনি কি আপনার মুরীদদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ, সমাজের এই অবস্থা যে, কাহারও দ্বারা নিজের মতলব সিদ্ধ হইলে তাহাকে গাউস, কুতুব পর্যন্ত মানিয়া লইবে। আর মতলব হাছিল না হইলে দুনিয়ার যাবতীয় দোষ নিন্দা তাহার জন্য রচনা করিয়া লইবে। জানি না ভদ্রতা ও সভ্যতা মানব সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল! আচ্ছা, সেই জ্ঞানী লোকটিকে কেহ জিজ্ঞাসা করুন তো, ছেলে তোমার, মেয়ে আর একজনের, মধ্যস্থলে গালি বর্ষণের নিমিত্ত আমাকে কেন রাখা হইল? এতদ্ভিন্ন মেয়ে পক্ষই বা মন্দ বলিবার কি অধিকার তাহার আছে? কেননা, কেহ বিবাহের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া যদি আবার প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে, তবে এমন কি গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিয়াছে? তোমার পাওনা টাকা মারিয়া খাইয়াছে? তোমার জমিন ছিনাইয়া লইয়াছে? মোটকথা, সে কি অপরাধ করিয়াছে? নিজের সন্তানের মঙ্গল কামনা প্রত্যেকেই করে। হইতে পারে তোমার প্রস্তাব রক্ষা করা এখন আর তাহার নিকট যুক্তিসঙ্গত মনে হইতেছে না। ইহাতে ক্ষুব্ধ হওয়ার বা কাহাকেও মন্দ বলার কি কারণ আছে? কিন্তু মানব সমাজ হইতে আজকাল সভ্যতা ও ভদ্রতা বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। নিজের স্বার্থের খাতিরে তাহারা কাহারও ইয্‌যতের মর্যাদা বুঝে না, কিংবা কাহারও মনে কষ্ট দিতেও দ্বিধাবোধ করে না।

ইতিমধ্যে আর এক ব্যক্তির পত্র পাইয়াছি। হতভাগা উহাতে আল্লাহ্ পাকের শানে বড়ই ধৃষ্টতামূলক উক্তি করিয়াছে। আবার নির্বোধের মত প্রশ্নও করিয়াছে—আমি কাফের হইলাম না তো? কমবখ্‌ত্, মরদুদ! এখনও নিজের কাফের হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছে। ইসলাম কি এতই সস্তা যে তুমি উহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবে আর উহা তোমাকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। খোদার সাথেই যখন মানুষের সম্পর্কের এই অবস্থা, তখন আমার মত অধমের সহিত কেহ এরূপ ব্যবহার করিলে কি অভিযোগ করা যাইতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও এক লাখ টাকা প্রদান করিলে সে আল্লাহ্‌র প্রতি খুবই সন্তুষ্ট, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তি হইতে কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা পাওয়ারও যোগ্য হন। কিন্তু রুটি সরবরাহে একটু ত্রুটি হইলে আল্লাহ্ তা'আলা (নাউযুবিল্লাহ্!) কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্যও থাকেন না প্রশংসার যোগ্যও থাকেন না; বরং সে তখন আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং ধৃষ্টতামূলক আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

ইতিমধ্যে আমাদের এলাকার একটি ঘটনা—এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারী হয় তাহার এক স্ত্রী, এক কন্যা ও দুর সম্পর্কীয় এক আছাবা।

www.BANGLAKITAB.com

(কোরআন ও হাদীসের নির্দিষ্ট অংশের প্রাপকগণ নিজ নিজ অংশ গ্রহণের পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ যাহারা পায় এবং নির্দিষ্ট অংশের প্রাপক কেহ না থাকিলে যাহারা সমুদয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে "আছাবা" বলে। যেমন, পুত্র ভাই ইত্যাদি)। উক্ত আছাবার সহিত তাহার ওয়ারিসগণের মনোমালিন্য ছিল। কিন্তু তাহারা ফারায়েয করাইয়া দেখিল, মৌলবী ছাহেব উক্ত আছাবাকেও সম্পত্তির অংশ প্রদান করিয়াছেন। বস্! ওয়ারিসগণ উক্ত ফতওয়াকে এবং উহার লেখক মৌলবী ছাহেবকে গালি দিয়া বলিতে লাগিল : ইহাও কি একটা কথা! এত দূরের আত্মীয়কে ওয়ারিস সাব্যস্ত করা হইল! বলিলাম : ভাই! শরীঅতের মর্যাদা সেই আছাবা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর যে ব্যক্তি অপ্রত্যাশিতরূপে এতগুলি টাকার সম্পত্তির মালিক হইয়াছে। তুমি যদিও শরীঅতকে মন্দ বলিবে কিন্তু যে ব্যক্তি আশাতীতরূপে এতগুলি টাকা পাইয়াছে সে নিশ্চয়ই শরীঅতকে ভাল বলিবে। আরে দুরাচারের দল! শরীঅত যদি এইরূপে এমন কোন স্থান হইতে তোমাদিগকে ওয়ারিসী সম্পত্তি দান করে যেখান হইতে সম্পত্তি পাওয়ার কোন আশাও তোমাদের ছিল না, কল্পনাও ছিল না, তখন তোমরাই আবার শরীঅতের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিবে। ফলকথা, খোদার সাথে শুধু ধন-দৌলত এবং ডাল-রুটির সম্পর্ক, এতটুকু ব্যবস্থা হইয়া গেলে আল্লাহ্‌ই সব কিছু, অন্যথায় নাঊযুবিল্লাহ্! তিনি কিছুই নহেন।

আর একখানা পত্র পাইলাম। উহাতে লিখিত আছে—কোন একজন স্ত্রীলোক স্বামী এবং এক ভাই উত্তরাধিকারী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু স্বামী শিয়া সম্প্রদায়ের লোক। সুন্নীদের সহিত শিয়াদের বিবাহ জায়েয নাই। ভাই হিসাবে একমাত্র আমিই মৃতার ওয়ারিস।" আমি তাহাকে লিখিয়া দিলাম—"প্রশ্নের সহিত ইহাও তোমার লেখা উচিত ছিল, আমার ভগ্নি ২০ বৎসর ধরিয়া হারামী করিয়াছে এবং আমি ইহাতে সম্মত ছিলাম। আরে পাষণ্ড! তোমার লজ্জা হয় না? চার পয়সার সম্পত্তির জন্য নিজের ভগ্নীকে তাহার মৃত্যুর পরে ব্যাভিচারীণী সাব্যস্ত করিতে এবং নিজেকে দাইউস বলিয়া পরিচয় দিতে শুরু করিয়াছ? তোমার যদি জানাই ছিল যে, শিয়া মতাবলম্বীর সহিত সুন্নী স্ত্রীলোকের বিবাহ জায়েয নাই, তবে জানিয়া শুনিয়া একজন শিয়ার সহিত নিজের ভগ্নীর বিবাহ দিলেই বা কেন? যদি বিবাহের পূর্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে, তবে অবশ্য আমি বিবাহ না জায়েযই বলিতাম। কিন্তু এখন তোমার চারিটি পয়সা শুদ্ধ করিবার জন্য আমি একজন মুসলিম মহিলাকে ব্যাভিচারিণী সাব্যস্ত করিতে পারি না।

এইরূপে এক ব্যক্তি আমাদের শহরের মাদ্রাসায় ফারায়েয করাইতে আসিল, ফারায়েয লিখিয়া দিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার অংশ কত? যখন জানিতে পারিল যে, তাহার প্রাপ্য কিছুই নাই। তখন সে ফারায়েয মাদ্রাসায় রাখিয়াই

www.BANGLAKITAB.com

চলিয়া গেল। বস্তুতঃ অধিকাংশ মানুষই নিজে কিছু অংশের মালিক হইবে মনে করিয়াই ফারায়েয করাইতে আসে। যদি বলিয়া দেওয়া হয় যে, এ সম্পত্তিতে তোমার কোন অংশ নাই, তবে সে আর ফারায়েযের নামও লয় না। শরীয়তের বিধান অবগত হওয়া কি তাহাদের উদ্দেশ্য ? শুধু নিজের স্বার্থের জন্যই ফারায়েয করাইয়া থাকে।

॥ আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের উপায় ॥

বন্ধুগণ! ইহার নাম সম্পর্ক নহে। খোদার সহিত সত্যিকারের সম্পর্ক থাকিলে অবস্থা এইরূপ হইত না। কোনও পুরুষ এবং সুন্দরী স্ত্রীলোকের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক হইলে প্রেমিক তাহার প্রেয়সীর জন্য নিজের জান-মাল কোরবান করিয়া দেয়। প্রেয়সীর কোন কথাই প্রেমিকের অসন্তোষের কারণ হয় না ; বরং সে বলে :

نا خوش تو خوش بود بر جان من + دل فدائے یار دل رنجان من

درد از یارست ودرمان هم ازو + دل فدائے اوشد وجان نیز هم

"তোমার অসন্তোষ আমার মনে আনন্দ দান করে। আমার মনে দুঃখ প্রদানকারী বন্ধুর জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত। সে যেমন ব্যথা দেয় তেমনই উহার নিরাময়ের ব্যবস্থাও করে। জীবন-মন সবকিছুই তাহার জন্য কোরবান।" সে আরও বলে :

زنده کنی عطائے تو ور بکشی فدائے تو + دل شده مبتلائے تو هرچه کنی رضائے تو

"জীবন দান কর, তোমার কৃপা। আর যদি প্রাণ সংহার কর, তবে তাহা তোমার জন্য উৎসর্গিত। অন্তর তোমাতেই নিমগ্ন, যাহাকিছু কর তোমার মরযী।"

বন্ধুগণ! মহব্বত উৎপন্ন হওয়ার কারণ—পূর্ণতাগুণ, সৌন্দর্য এবং দান। এই কয়েকটি বিষয়ই মহান আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। ইহাতেও যদি তাহার সহিত মহব্বত না হয়, তবে আর কাহার সহিত হইবে ? খবর রাখেন কি, আল্লাহ্ তা'আলা কে ? যাবতীয় সৌন্দর্যেরই তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। খোদা তা'আলা যখন এমন প্রিয়, তখন তাঁহার মরযীর প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের উচিত। আর খোদার মরযী হইল কোরআনকে সংরক্ষিত করা। সুতরাং সেদিকে মনোযোগ দেওয়া আপনাদের কর্তব্য এবং উহার শব্দগুলি সংরক্ষণের প্রতি পূর্ণরূপে গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কেননা, কোরআনের ভাবার্থ এবং শব্দ উভয়ের গুরুত্বই সমান। কিন্তু শব্দের মধ্যে একটি বিষয় এই অতিরিক্ত আছে যে, শব্দের সংরক্ষণ ব্যতীত অর্থের সংরক্ষণ সম্ভব নহে। কেননা, শব্দের পরিচয় ব্যতীত অর্থ আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না।

॥ হুযুর (দঃ)-এর মুখস্থ শক্তি ও দৈহিক শক্তি ॥

দেখুন! সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অন্তর মোবারকে কোরআনের ভাবার্থ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তাহাও শব্দেরই মাধ্যমে হইয়াছিল এবং হুযুর (দঃ) শব্দগুলিকে

www.BANGLAKITAB.com

স্মরণ রাখার জন্য এত যত্নবান ছিলেন যে, ওহী নাযিল হইবার সময় তিনি হযরত জিব্রায়ীলের (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে উহা আওড়াইতে থাকিতেন। অথচ তাঁহার হেফ্‌য শক্তি খুবই প্রবল ছিল; বরং তাঁহার সর্ববিধ শক্তিই খুব মজবুত ও দৃঢ় ছিল। তেষট্টি বৎসর বয়সেও তাঁহার পাকা চুলের সংখ্যা বিশের উর্ধ্বে ছিল না। যদিও তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক মস্তিষ্ক চালনা করিতেন। কেননা, যে সম্প্রদায়ে তিনি ইসলাম প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই ছিল গণ্ডমূর্খ। শরীঅতের নাম পর্যন্ত জানিত না। হুযূর (দঃ) একাকী তাহাদের মধ্যে ইস্‌লাম ও তাওহীদের বাণী প্রচার আরম্ভ করেন। প্রথমে সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কেহই তাঁহার মত গ্রহণ করে নাই। চিন্তা করুন, এমতাবস্থায় নিঃসঙ্গ একজন মানুষকে কত বড় চিন্তার সম্মুখীন হইতে হয়; বিশেষতঃ সেই ব্যক্তি যদি দয়া ও অনুগ্রহশীল হন এবং প্রাণের সহিত নিজের সম্প্রদায়ের সংশোধনকামী হন। এমন মূর্খ সম্প্রদায়ের সংশোধনের উপায় উদ্ভাবন করিতে তাঁহাকে কত বড় চিন্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল! যে জন্য তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফের স্থানে স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন:

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ - وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ - وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ -

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ *

"তাহারা কেন ঈমান আনয়ন করে না, এই চিন্তায় কি আপনি নিজের জীবন বিনষ্ট করিয়া দিবেন?" আবার কখনও বলেন: আপনাকে তাহাদের উপর সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রেরণ করা হয় নাই।" "তাহাদের সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না যে, ইহারা কেন ঈমান আনয়ন করিল না?" আপনার দায়িত্ব শুধু ধর্ম প্রচার করা। اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ 'সংবাদ পৌঁছাইয়া দেওয়া ছাড়া আপনার আর কোন কর্তব্য নাই" এসমস্ত আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, হুযূর (দঃ) তাঁহার সম্প্রদায়ের জন্য অহর্নিশ চিন্তা করিতেন। সর্বাপেক্ষা বেশী চিন্তা করিতেন আখেরাত সম্বন্ধে। আখেরাতের চিন্তার গুরুত্ব একমাত্র সেই ব্যক্তিই অনুমান করিতে পারেন যিনি সেই চিন্তার স্বাদ কিছুটা উপভোগ করিয়াছেন। এসম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: كان دائم الفكرة متواصل الاحزان 'তিনি সদাসর্বদা চিন্তামগ্ন থাকিতেন! অবিরত কোন না কোন চিন্তা তাঁহার অন্তরে লাগিয়াই থাকিত।" স্বয়ং হুযূর (দঃ) বলিয়াছেন:

وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّلَخَرَجْتُمْ

اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْئَرُوْنَ *

www.BANGLAKITAB.com

"আল্লাহ্‌র শপথ! (আখেরাতের অবস্থা সম্বন্ধে) আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জানিতে পারিলে তোমরা অতি অল্পই হাসিতে এবং অনেক বেশী কাঁদিতে। আর চীৎকার করিতে করিতে জঙ্গলের দিকে বাহির হইয়া পড়িতে।" এতবড় চিন্তার বোঝা মস্তিষ্কের উপর চাপান থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁহার পাকা চুলের সংখ্যা কুড়ির অধিক হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার সর্বপ্রকারের শক্তিই খুব প্রবল এবং দৃঢ় ছিল। বহু ঘটনা হইতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ছাহাবায়ে কেরাম বলেন : যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থাকিত সেই সর্বাপেক্ষা অধিক বাহাদুর বা সাহসী বলিয়া গণ্য হইত। কেননা, হুযূর (দঃ) যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুদের সম্মুখে সকলের আগে আগে থাকিতেন।

এতদ্ভিন্ন আবু-রোকানা আরবের বিখ্যাত বীর ছিল। সে আসিয়া হুযূরের সমীপে নিবেদন করিল : "আপনি যদি আমাকে কুস্তি প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দিতে পারেন, তবেই আমি আপনার নুবুওয়তে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি।" (যদিও কুস্তীতে জয়ী হওয়ার সঙ্গে নুবুওয়তের কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি আবু রোকানার মন শান্তির জন্য হুযূর তাহার সহিত কুস্তী লড়িতে সম্মত হইলেন।) ফলতঃ, কুস্তী হইল এবং তিনি আবু রোকানাকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন। সে বলিতে লাগিল : ঘটনাক্রমেই এইরূপ হইয়াছে। পুনরায় কুস্তী হউক। হুযূর (দঃ) পুনরায় তাহার সহিত কুস্তী লড়িয়া তাহাকে হারাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল।

এইরূপে হযরত ওমরের (রাঃ) ইস্‌লাম গ্রহণের ঘটনা হইতে হুযূর (দঃ)-এর দৈহিক শক্তি উত্তমরূপে প্রকাশ পায়। কেননা, হুযূর (দঃ) স্বীয় ছাহাবীগণসহ যে স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন তথায় পৌঁছিয়া কপাট খুলিতে চাহিলেন, তখন কপাটের ফাঁক দিয়া ছাহাবীগণ (রাঃ) তাঁহার আকৃতি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন এবং বলিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! এই যে ওমর তরবারি হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান এবং কপাট খুলিতে চাহিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমাদের ভয় হইতেছে। হুযূর (দঃ) বলিলেন : তোমরা কপাট খুলিয়া দাও। সে কি করিতে পারিবে? সদুদ্দেশ্যে আসিয়া থাকিলে খুশীর কথা। আর অসদুদ্দেশ্যে আসিয়া থাকিলে নিজের দুঃসাহসিকতার শাস্তি ভোগ করিবেই। অবশেষে কপাট খোলা হইলে হযরত ওমর যখন হুযূর (দঃ)-এর নিকটে পৌঁছিলেন। তখন হুযূর (দঃ) তাহার চাদরের কোন ধরিয়া খুব জোরে হেচ্‌কা টান মারিয়া বলিলেন : "ওমর! তোমার মঙ্গলের দিন এখনও কি আসে নাই? আর কতকাল তুমি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের বিরোধিতা করিতে থাকিবে" ইহাতেই আপনারা হুযূর (দঃ)-এর দৈহিক শক্তির পরিমাণ অনুমান করিতে পারেন। এত লোক যে ব্যক্তিকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল এবং কপাট খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতে ছিল,

www.BANGLAKITAB.com

তিনি তাহাকে একটুও পরোয়া করিলেন না এবং এমন ভাবে ধমকাইয়া দিলেন, যেমন কোন একজন সাধারণ লোককে ধমকান হয়।

সীরাতে ইব্‌নে-হিশাম কিতাবে একটি ঘটনা উল্লেখ আছে, এক দিন হুযূর (দঃ) হযরত ওমরের সহিত একাকী মিলিত হইয়া নিতান্ত নির্ভীকভাবে তাঁহাকে ধমকাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ হুযূরের শক্তির কথা আর কি বলিবেন ঃ সেই যুগের সকল মানুষই অতিশয় শক্তিশালী ছিল। ছাহাবায়ে কেরামের স্মরণশক্তিও আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর হেফ্‌য্‌ শক্তি তো ছিল সকলের চেয়েই অধিক।

॥ শব্দ সংরক্ষণের গুরুত্ব ॥

কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআনের শব্দগুলি স্মরণ রাখার জন্য তিনি এত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন যে, হযরত জিব্‌রায়ীলের সাথে সাথে তিনি কোরআন পাঠ করিতে থাকিতেন। কেননা,

با سایہ ترا نمی پسندم + عشق ست و ہزار بدگمانی

"ছায়ার সহিত তোমাকে পছন্দ করি না। এশ্‌কে পতিত হইলে সহস্র রকমের সন্দেহে পতিত হইতে হয়।"

তিনি সেই প্রিয় শব্দগুলিকে ভুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা করিতেন, পাছে তাঁহার স্মরণ-পট হইতে শব্দগুলি বাহির হইয়া না যায়, এই ভয়ে তিনি ফেরেশ্‌তাদের সাথে সাথে পড়িয়া যাইতেন। ইহা হইতে অনুমান করুন, কোরআনের শব্দগুলির প্রতি তাঁহার কত অনুরাগ ছিল! এমন কি, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এ বিষয় নিষেধ করিয়া দিতে হইয়াছিল যে, আপনি ফেরেশ্‌তাদের সাথে সাথে পড়ার কষ্ট স্বীকার করিবেন না, لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ অর্থাৎ, আপনার স্মরণপটে কোরআনকে অঙ্কিত করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব আমি স্বয়ং গ্রহণ করিতেছি। এই নিশ্চয়তামূলক সান্ত্বনা প্রদানের পর হইতে হুযূর (দঃ) আর ফেরেশ্‌তাদের সাথে সাথে পড়িতেন না। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন কোরআনের শব্দগুলির এমন গুরুত্ব ছিল, তখন আমাদেরও উচিত উহার সম্মান করা। কেননা, শব্দ ব্যতীত অর্থের হেফাযত করা যাইতে পারে না; সুতরাং শব্দগুলিকে কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেই উহার অর্থের হেফাযত করা যাইতে পারে। প্রাচীন যুগের ধর্মপরায়ণ ওলামায়ে কেরাম কোরআনের হরফগুলি এবং লিখন-পদ্ধতিরও এতদুর হেফাযত করিয়াছেন যে, কোরআনের লিখন ও মুদ্রণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কিতাবসমূহ রচনা করিয়াছেন এবং উহাকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে নির্ধারণ করিয়া, কোরআনের লিখন ও মুদ্রণ পদ্ধতিতে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন না-জায়েয করিয়া দিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

বন্ধুগণ! বর্তমান যুগে পুরাতন স্মৃতি সংরক্ষণের প্রতি এত গুরুত্ব প্রদান করা হইয়া থাকে যে, উহার আকৃতি বিকৃত হইয়া যাওয়ার পরেও উহার ফটো গ্রহণ করা হয়। অতএব, খোদা না করুন, কোরআনের পুরাতন লিখন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়া থাকিলেও তো পুরাতন স্মৃতি হিসাবে উহার হেফাযতের প্রয়োজন ছিল, অথচ উহা সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত ও নিখুঁত রহিয়াছে; বরং এই লিখন-পদ্ধতি বা রস্‌মে-খতের মধ্যে বহু সূক্ষ্মতত্ত্বও নিহিত আছে। যেমন, একস্থানে بِقَادِرٍ শব্দে الف। লেখা হয় নাই, কেননা এস্থলে অন্য কেরআতে بِقْدِرٍ পড়া হইয়াছে; সুতরাং লিখন-পদ্ধতির সাহায্যে অন্য কেরআতের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরাম এই শব্দে الف। না লিখিয়া بِقْدِرٍ লিখিয়াছেন। এইরূপে সূরায়ে-ফাতেহার মধ্যে الدِّيْنِ। مَالِكِ يَوْمِ -এর مَالِكِ শব্দেও الف। লিখেন নাই। কেননা অন্য কেরআতে مَلِكِ পড়া হইয়াছে। সুতরাং الف। না লিখিয়া উক্ত কেরআতের বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অতএব, একারণেই কোরআনের লিখনে ও মুদ্রণে রসমে-খত (رسم خط) অর্থাৎ, লিখন-পদ্ধতির প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে একই লিখন-পদ্ধতিতে সর্ববিধ কেরআতের বাস্তবতা বুঝা যায়। কাজেই এই লিখন-পদ্ধতি পরিবর্তন করা হারাম বা নিষিদ্ধ।

বন্ধুগণ! কোরআনের সকল বিষয়েরই সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইহা মুসলমানদের একটি গৌরবের বিষয়। কেননা, তাহাদের ন্যায় দুনিয়ার কোন জাতিই আসমানী কিতাবের এত হেফাযত করে নাই। সুতরাং আলেমগণ আজ পর্যন্ত কোরআনের প্রত্যেক বিষয়ের হেফাযতের যে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, আপনাদেরও তাহা করা উচিত। এইরূপ কখনও বলিবেন না যে, খোদা স্বয়ং কোরআনের নেগাহ্‌বান রহিয়াছেন, তবে আমাদের হেফাযতের কি প্রয়োজন? কেননা উহার হেফাযতের জন্য নিজের বান্দাগণকে নির্দেশ দেওয়াও উহার সংরক্ষণের অন্যতম ব্যবস্থা। তিনি আমাদের দ্বারা খেদমত গ্রহণ করিতেছেন, ইহা আমাদের প্রতি তাঁহার বিরাট পুরস্কার এবং বিশেষ অনুগ্রহ। আপনারা যদি এই হেফাযতের কাজ না করেন, তবে তিনি অন্য জাতি দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন করিবেন। আপনারা একবার ছাড়িয়াই দেখুন না। 'আপনাদের টানে গাড়ী চলিতেছে না।'

॥ খেলাফতের কর্তব্য ॥

আল্লাহ্ তা'আলার তো আমাদিগকে সৃষ্টি করারও প্রয়োজন ছিল না। ইহাও তাঁহার নিছক মেহেরবানী যে, এবাদতের জন্য তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

সৃষ্টি করার পূর্বে ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিয়াছেন : إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়াছি" ইহা তাঁহার কত বড় মেহেরবানী!

ما نبود یم و تقاضا ما نبود + لطف تو نا گفتهٔ ما می شنود

"আমাদের অস্তিত্ব ছিল না, তাহাতে তোমার প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু তোমার অনুগ্রহ আমাদের অব্যক্ত কথা শ্রবণ করিতেছিল।"

আমরা সৃষ্ট হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে "খলীফাতুল্লাহ্" আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। তবে কি আমরা যাহা করিতেছি ইহাই খলীফার কর্তব্য? অর্থাৎ আমরা যে, বলিতেছি : খোদা স্বয়ং কোরআনের হেফাযত করিতেছেন, আমাদের আর কি দরকার? খলীফার মুখে এমন উক্তি শোভা পায় কি? আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করুন, এমন এক অবস্থায় তিনি আমাদিগকে খলীফা বানাইয়াছেন, যখন ফেরেশ্‌তাকুল এই পদের দায়িত্ব পালনের জন্য আকাঙ্ক্ষীরূপে বিদ্যমান ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন বলিয়াছিলেন : إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً তখনই ফেরেশ্‌তাগণ বলিয়াছিলেন : আমরা থাকিতে আর মানব জাতি সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন? ফেরেশ্‌তাদের এই প্রশ্ন এবং ইহার বিস্তারিত উত্তর কোরআন শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে। আমি এখন উহার বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই না। শুধু এতটুকু বলিতে চাই যে, "আমাদিগকে সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'আলার কোনই প্রয়োজন ছিল না; বরং যে কাজের জন্য তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন সে কায সম্পন্ন করার জন্য তাঁহার অপর সৃষ্টি অর্থাৎ ফেরেশ্‌তা জাতি নিজেদের আনুগত্য পেশ করিতেছিল। কিন্তু আমাদের প্রতি ইহা তাঁহার অপার অনুগ্রহ যে অপর মাখ্‌লুক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদিগকেই খেলাফতের পদ দান করিয়াছেন। সেই দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে ভাবিয়া দেখুন, কোরআনের খেদমতের জন্যই বা আমাদিগকে সৃষ্টি করা তাঁহার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? আমরা যদি ধর্মের খেদমত না করি, তবে তিনি উহার খেদমতের জন্য অপর এক জাতি সৃষ্টি করিয়া লইবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এই জাতীয় অবাধ্যতামূলক কল্পনার পরিষ্কার উত্তরও কোরআন শরীফে দিয়াছেন :

* وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

অর্থাৎ, "তোমরা যদি ধর্মকর্মে বিমুখ থাক, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পরিবর্তে অপর এক জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করিয়া দিবেন, অতঃপর তাহারা তোমাদের ন্যায় (নিষ্কর্মা, অলস এবং ধর্ম-কর্মে বিমুখ) হইবে না।"

www.BANGLAKITAB.com

।। বিপদ সঙ্কেত ।।

বন্ধুগণ! আপনাদের টানে গাড়ী চলিতেছে না। আপনারা আজ ছাড়িয়াই দেখুন না। গাড়ী পূর্ববৎ চলিতে থাকিবে; তবে হাঁ! ছাড়িবা মাত্র আপনারা ভূপাতিত হইবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই ধর্মের খেদমত এবং কোরআনের হেফাযতের জন্য এমন এক জাতি সৃষ্টি করিয়া দিবেন যাহারা আপনাদের ন্যায় হইবে না। বন্ধুগণ! আমি আপনাদিগকে সাবধান এবং সতর্ক করিয়া দিতে চাহিতেছি, সত্বর সতর্ক হউন, পাছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুত সেই শাস্তি না আসিয়া পড়ে। কেননা, আমি উহার নানাবিধ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। বর্তমানে একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমার চোখে ভাসিতেছে যে, মুসলমান লেখকদের লেখা হইতে কুফরীর গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে ইউরোপিয়ান লেখকদের লেখার মধ্যে ইস্‌লামের প্রশংসা প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ, কতিপয় মুসলমান যেন দিন দিন কুফরীর দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং কিছুসংখ্যক কাফের ইস্‌লামের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। অতএব, ইহা দেখিয়া আমার ভীষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, যখন এই দুইটি বিপরীতগামী সম্প্রদায় সীমান্তে পৌঁছিবে, তখন এমন হওয়া বিচিত্র নহে যে, ঐ সব কাফের কুফরী হইতে বাহির হইয়া মুসলমান হইয়া যাইবে এবং ঐ শ্রেণীর মুসলমান ইসলাম হইতে বাহির হইয়া কাফের হইয়া যাইবে।

বন্ধুগণ! অন্যান্য জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ঝুকাইয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, তোমরা মনে করিও না যে; ইসলাম কিংবা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মুখাপেক্ষী; বরং তোমরাই ইস্‌লামের মুখাপেক্ষী। وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ - অর্থাৎ, "যদি তোমরা ধর্মের সেবায় বিমুখ থাক, তবে তোমাদের স্থলে এমন এক জাতিকে দাঁড় করাইয়া দিব যাহারা এখন কাফের হইয়াও ইস্‌লামের প্রশংসা করিতেছে। আর তোমরা হইবে তাহাদের স্থলবর্তী।" কেননা তোমরা মুসলমান হইয়াও ইস্‌লামের অবমাননা করিতেছ। যদি তোমরা বিমুখ না থাকিয়া যথারীতি ইস্‌লামের খেদমত করিতে থাক, তবে এমতাবস্থায় তোমরাও মুসলমান থাকিবে এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য জাতিও মুসলমান হইয়া যাইবে।

।। হেফাযতের স্বরূপ ।।

ইস্‌লামের খেদমত কিংবা কোরআনের হেফাযত যাহাকিছু আপনারা করিতেছেন তাহা শুধু নাম মাত্র। ইহাতে কেবল আপনাদের নাম হইতেছে। নচেৎ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই এখন পর্যন্ত কোরআনের হেফাযত করিতেছেন। আপনারা নিজেদের স্মরণশক্তির উপর কি গর্ব করিতেছেন? 'কাফিয়া' কিংবা অন্য কোন একটি

www.BANGLAKITAB.com

গদ্য কিংবা পদ্যের কিতাব হেফ্‌য্‌ করুন ত? তখনই আপনি নিজের স্মরণশক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। ইহা তো খোদা তা'আলারই মেহেরবানী যে, কোরআনের মত এমন একটি বিরাট গ্রন্থ মুখস্থ করা সহজ করিয়া দিয়াছেন যাহার ফলে নাবালেগ ছেলেরাও উহা মুখস্থ করিয়া ফেলিতেছে। অথচ কোরআনে সমসদৃশ আয়াতের সংখ্যা অনেক রহিয়াছে। একথার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহাই বলিতে হয় যে, শুধু আমাদের নাম প্রচার করাই আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য। তিনি আমাদের নাম হাফেযে-কোরআনের তালিকাভুক্ত করিয়া আমাদেরে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। নতুবা কোরআনের প্রকৃত সংরক্ষণকারী তিনি ভিন্ন আর কেহই নহে। জনৈক কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেন:

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقاں + مصلحت را تہمتے بر آہوے چین بستہ اند

"মৃগ-নাভীর সুগন্ধ ছড়ান তোমারই কেশরাশির কাজ, কিন্তু প্রেমিকগণ বিশেষ যুক্তিতে চীন দেশীর মৃগের অপবাদ দিয়া থাকে।"

আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর যে অনুগ্রহ করিয়াছেন উহাকে এইরূপ বলা উচিত,

کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل + نسیم صبح تیری مہربانی

"কোথা আমি আর কোথা এই ফুলের চাহনী।
ভোরের সুরভি বায়ু, শুধু তোমারই মেহেরবানী।"

আরেফীন অর্থাৎ আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের দৃষ্টি ইহা হইতে আরও ঊর্ধ্বে। তাঁহারা যখন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন, তখন তাঁহারা দিব্য চক্ষে দেখিতে পান—তাঁহারা নিজেরা উহা পড়িতেছেন না; বরং গ্রামোফোনের মত বুলি আওড়াইয়া যাইতেছেন যাহাতে অপর কাহারও কথা আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রামোফোনের মধ্যে যাহা আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় তাহাই বাজে। কিন্তু বাহ্যতঃ বুঝা যায়, যেন গ্রামোফোনই বলিতেছে। অথবা তাঁহারা তখন তুর পর্বতের বৃক্ষের মত হন বাহ্যতঃ সেই বৃক্ষই বলিতেছিল: يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ "হে মূসা! আমিই বিশ্ব-প্রভু আল্লাহ্।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গাছের কি সাধ্য এরূপ কথা বলিতে পারে? বরং তথায় অপর কাহারও আওয়ায ধ্বনিত হইতেছিল। গাছ শুধু উহার আবৃত্তিকারী ও বর্ণনাকারী ছিল:

چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستم گاری میں + کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں

"আসমান কোথা হইতে নিপীড়নের ক্ষমতা লাভ করিবে? অবশ্যই কোন মা'শুক এই পর্দার অন্তরালে লুক্কায়িত আছেন।" কোন একজন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক এই বিষয়টিকে এরূপ বলিতেছেন:

www.BANGLAKITAB.com

در پس آئینه طوطی صفتم داشته اند + آنچه استاد ازل گفت همان می گویم

"আয়নার পশ্চাতে আমাকে তোতাপাখীর ন্যায় রাখা হইয়াছে। আযলের ওস্তাদ যাহা বলেন আমি উহারই প্রতিধ্বনি করিয়া যাইতেছি।"

॥ বিদ্যা ও গুণবত্তার গৌরব ॥

আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ যখন এই সত্যকে দিব্যজ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারেন, তখন আর জিজ্ঞাসা করিবেন না যে, কোরআন তেলাওয়াতকালে তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হয়? কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সময় এরূপ অবস্থার প্রাবল্য বিশেষ একটি কারণেই হইয়া থাকে। তাহা এই যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'আলা স্বীয় প্রতাপ প্রতিপত্তি ও মাহাত্ম্য পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেন। কোথাও আযাবের শাসানী দিতেছেন, কোথাও বা অভিযোগ করিতেছেন। কোন স্থানে সুসংবাদ দান করিতেছেন। কোথাও বা সান্ত্বনা দিতেছেন। কোথাও সরাসরি কথা বলিতেছেন, কোথাও বা গম্ভীর স্বরে সম্বোধন করিতেছেন। অন্যথায় শুধু কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের কি বিশেষত্ব আছে? মানুষের প্রত্যেকটি কার্যেই মানুষ নামে মাত্র কর্তা, নচেৎ প্রত্যেক কাজের প্রকৃত কর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই। মানুষ নিজের জ্ঞান ও গুণবত্তার জন্য কিসের গর্ব করিতেছে যে, সে অমুক 'কামাল' হাছিল করিয়াছে, অমুক জটিল মাস্‌আলার সমাধান করিয়াছে? আল্লাহ্‌র শপথ! ইহার দৃষ্টান্ত ঠিক এরূপ—যেমন কেহ অপরের ক্ষেতের উপর দাবী করিয়া বলে যে, এই কৃষি আমার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করে যে, জমিনও অপরের, বীজও অপরের এবং হালের বলদও অপরের জমিনের প্রকৃত মালিকই উহাতে পানি সিঞ্চন করিয়াছে, সার দিয়াছে ও ক্ষেতের সর্ব প্রকারের তদ্‌বীর করিয়াছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকেই এই দাবীদারকে আহ্‌মক বলিবে। কেননা, সকল বস্তুই যখন অপরের, তখন কৃষি তাহার কেমন করিয়া হইতে পারে? বন্ধুগণ! কিন্তু আমরা সকলেই এই বোকামিতে নিমগ্ন রহিয়াছি। কেননা, যেই মস্তিষ্ক এবং হাত-পা দ্বারা আমরা কাজ করিতেছি, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এ সমস্ত সরঞ্জামই আল্লাহ্ তা'আলার দান। জ্ঞান, বিবেক, ইচ্ছাশক্তি, কর্মশক্তি, সমস্তই তাঁহার প্রদত্ত। এখন বলুন ত, এ সমস্ত শক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যে সমস্ত কার্য ও গুণবত্তা লাভ করা যাইবে তাহা আমাদের কেমন করিয়া হইবে:

نیاوردم از خانه چیزے نخست + تو دادی همه چیز من چیز تست

"আমি প্রথমতঃ বাড়ী হইতে কোন বস্তুই নিয়া আসি নাই। তুমি সমস্ত কিছুই দান করিয়াছ। অতএব, আমিও তোমারই বস্তু।"

ইহার পরেও যদি আমরা দাবী করি যে, আমরা কোরআনের হেফাযত করিতেছি, তবে আশ্চর্যের বিষয়! যখন আমাদের পাঠ করা এবং মুখস্থ করা

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের নহে, তখন আমরা হেফাযত করিবার কে? বরং সেই সর্বস্রষ্টাই ইহার হেফাযতকারী যিনি আমাদের দ্বারা এই কাজ সমাধা করান এবং হেফাযতের যাবতীয় উপকরণ দান করেন। হেফাযত যে মাত্র আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতেই হইতেছে ইহা দিবালোকের মত স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে আমাদের পড়া এবং তেলাওয়াত করাও তাঁহার তরফ হইতেই হইয়া থাকে। যদি তিনি তাওফীক না দেন, তবে মুখ দিয়া একটি শব্দ উচ্চারণ করার সাধ্যও কোন ব্যক্তির নাই।

কানপুরের এক ঘটনা ঃ এক ব্যক্তি হাই তুলিবার জন্য মুখ খুলিলে আর উহা বন্ধ করিতে পারিল না, খোলাই রহিয়া গেল। বড়ই মুশ্‌কিল উপস্থিত, খাইতেও পারিতেছে না, কথাও বলিতে পারিতেছে না। অতঃপর অতি কষ্টে কয়েক দিন পর মুখ বন্ধ হইল। কেহ বলিতে পারেন হয়ত ঔষধের গুণে মুখ বন্ধ হইয়াছে। অবশ্য মানুষের তদ্‌বীরেই হইয়াছে। কিন্তু আমি বলি, ইহাতেও তদ্‌বীরের শুধু নাম মাত্রই আছে। খোদা তা'আলার মঞ্জুর না হইলে কিয়ামত পর্যন্ত মুখ খোলাই থাকিয়া যাইত, বন্ধ হইতে পারিত না। পূর্ণ এখ্‌তিয়ার খোদার হাতে না থাকিলে, কোন কোন ক্ষেত্রে যে, সমস্ত ডাক্তার চিকিৎসকই অক্ষম হইয়া যায়, রোগী আরোগ্য লাভ করে না; বরং যতই ঔষধ প্রয়োগ করা হয় ততই রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ইহার কারণ কি? রোগীর অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় ঃ

از قضا سرکنگبین صفرا فزود + روغن بادام خشکی می نمود

"অদৃষ্টের ফলে মধু (পিত্ত অপহারক হইয়াও) পিত্ত বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং বাদাম তেল মস্তিষ্কের (শুষ্কতা দূরকারীহ ওয়া সত্ত্বেও) শুষ্কতা সৃষ্টি করিতে থাকে।" অর্থাৎ, প্রত্যেক তদ্‌বীরেরই উল্টা ফল হইতে থাকে। যেই ঔষধকেই অমোঘ মনে করা হয়, উহাই বিষের ক্রিয়া উৎপন্ন করে। যদি রোগ-মুক্তি চিকিৎসকের আয়ত্তে হইত তবে তাহাদের পুত্র-পরিজন পীড়াগ্রস্ত হইলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবশ্য অবশ্য আরোগ্য লাভ করিত। কেননা, নিজের পুত্র-পরিজনের বেলায় তাঁহারা কখনও চিকিৎসার ত্রুটি করিতে পারেন না। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যায় ব্যাপার ইহার বিপরীত। অতএব, বাধ্য হইয়া মানিতে হইবে।

درد از یار ست و درمان نیز هم + دل فدائے او شد و جان نیز هم
هر چه می گویند آن بهتر ز حسن + یار ما این دارد و آن نیز هم

"বন্ধু ব্যথাও দিয়া থাকেন আবার উহার ঔষধের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। মন আমার তাহার প্রতি উৎসর্গিত হইয়াছে; আমার প্রাণও তদ্রূপ। তিনি যাহাকিছু বলেন তাহা রূপ-সৌন্দর্য অপেক্ষা উত্তম। আমার বন্ধু ইহারও অধিকারী উহারও অধিকারী।"

এখন আপনারা অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কোরআন শরীফ পাঠ করাও আমাদের স্বাধীন কার্য নহে, উহার রক্ষণাবেক্ষণ করা তো দূরেরই কথা। অতএব,

www.BANGLAKITAB.com

ইহা আল্লাহ্ তা'আলার নিছক মেহেরবানী যে, কেবল আমাদের নাম প্রচার করাই তাঁহার ইচ্ছা, অন্যথায় যাবতীয় কর্মব্যবস্থা তিনি নিজেই করিয়া থাকেন। এখনও যদি আল্লাহ্‌র এমন অনুগ্রহের প্রতি আপনাদের আগ্রহ না হয়, তবে বড়ই ভাগ্য বিড়ম্বনার লক্ষণ। উপরোক্ত কথাগুলি প্রসঙ্গক্রমেই আসিয়া পাড়িয়াছে। শুধু এতটুকু কথা বুঝাইবার জন্য যে, আপনাদের উপর কোরআনের হেফাযতের ভার অর্পণ করাতে আপনাদের গর্বিত হওয়ার কিছু নাই। খোদা তা'আলা আপনাদের মুখাপেক্ষী নহেন; বরং আপনারাই তাঁহার মুখাপেক্ষী। এখন আমি পুনরায় আমার মূল বক্তব্যের দিকে যাইতেছি।

॥ আখেরাতের মুদ্রা ॥

এ কথা বলা কখনও ঠিক নহে যে,অর্থ না বুঝিয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিলে কি লাভ? কেননা, ইহার একটি লাভ তো এই যে, শব্দ ব্যতিরেকে অর্থের সংরক্ষণ সম্ভব নহে। অথচ অর্থ সংরক্ষণের আবশ্যকতা আপনারা স্বীকার করিতেছেন। আমার এই উত্তরটি তো বিজ্ঞান এবং বিবেক সম্মত। আজকাল বিবেক এবং যুক্তির পূজাই অধিক করা হইতেছে। এই কারণে আমার এই উত্তরটি নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যুক্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে প্রদান করিলাম। আর একটি উত্তর আছে কিতাবী। তাহা দ্বীনদার শ্রেণীর জন্য, তাঁহারা কিতাবী প্রমাণের সম্মুখে যুক্তির কোন মূল্যই দেন না। উক্ত প্রমাণটি এই যে, হুযূর(দঃ) বলিয়াছেন: 'কোরআনের প্রত্যেকটি হরফের বিনিময়ে দশ নেকী পাওয়া যায়।' যে ব্যক্তি একবার الحمد। শব্দটি উচ্চারণ করে, তাহার আমলনামায় তৎক্ষণাৎ ৫০ (পঞ্চাশটি) নেকী লিখিত হয়। সম্ভবতঃ বিবেকের পূজারীদের নিকট এই উত্তরটি হাল্‌কা বোধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু বন্ধুগণ! প্রকৃতপক্ষে ইহা অতি মূল্যবান লাভ। ইহার মূল্য মৃত্যুর পরে বুঝা যাইবে, যখন আর সকল বস্তুই অকেজো বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করিতে পারেন—যেমন, কাহারও নিকট মক্কায় প্রচলিত "হিলালী ও মজীদী" বহু মুদ্রা সঞ্চিত আছে (উহা দেখিয়া ভারতীয় কোন ব্যক্তি তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল: এই মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? সে ব্যক্তি উত্তরে বলিল: হাঁ, এখন অবশ্য কোন লাভ নাই। কিন্তু কোন এক নির্দিষ্ট দিনে ইহার মূল্য বুঝা যাইবে। অতঃপর যদি এই দুই ব্যক্তি হজ্জ করিতে যায়, তবে মক্কায় পৌঁছিয়া ব্যাপার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। তখন মক্কায় প্রচলিত মুদ্রা সঞ্চয়কারী ব্যক্তি সঙ্গী লোকদিগকে বিদ্রূপ করিবে যাহাদের কাছে শুধু ভারতীয় তাম্রমুদ্রা ছাড়া মক্কায় প্রচলিত মুদ্রা কিছুই নাই। এখন তাহারা ঐ লোকটির নিকট লজ্জিত হইয়া পড়িবে।

www.BANGLAKITAB.com

বন্ধুগণ! অনুরূপভাবে আপনাদের সম্মুখে আর একটি জগৎ আসিতেছে। আজকাল আপনারা যে মুদ্রা সঞ্চয় করিতেছেন সে জগতের বাজারে ইহাদের কোনই মূল্য থাকিবে না। তথায় আপনাদের এই রৌপ্য মুদ্রারও মূল্য নাই, স্বর্ণ মুদ্রারও মূল্য নাই, এণ্ট্রান্স ডিগ্রিরও মূল্য নাই, বি, এ, ডিপ্লোমারও মূল্য নাই, এল, এল, বি, বা আই, সি, এসেরও কোন মূল্য নাই। এই দুনিয়াতে যাহাকিছু নেকী অর্জন করিবেন, একমাত্র তাহাই হইবে সেই বাজারের মুদ্রা এজগতে যাহার কোনই মূল্য আপনারা দিতেছেন না।

অতএব, কোরআনের শব্দগুলি তেলাওয়াতের দ্বিতীয় লাভ এই যে, ইহা আখেরাতের বাজারের প্রয়োজনীয় মুদ্রা। কোরআনের এক একটি সূরা তেলাওয়াতের ফলে আখেরাতের জন্য অসংখ্য ভাণ্ডার সঞ্চিত হইয়া থাকে। আপনি যখন তথায় যাইয়া দেখিতে পাইবেন যে মাত্র সূরায়ে-ফাতেহা এবং কুল্‌হুয়াল্লাহ্ সূরা পাঠ করার ফলে এত অসংখ্য সওয়াব সঞ্চিত হইয়াছে, তখন অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিবেন ঃ

خود کہ یا بد ایں چنیں بازار را + کہ بیک گل می خری گلزار را

"এমন বাজার কাহার ভাগ্যে জোটে, যেখানে একটি ফুলের বিনিময়ে গোটা একটি ফুলের বাগান খরিদ করা যায়!"

কিন্তু এখন আপনারা উহার মূল্য এই কারণে বুঝিতেছেন না যে, এই বাজারে সেই আখেরাতের মুদ্রা অচল। কিন্তু আপনি মুসলমান, আখেরাত এবং কিয়ামতের অস্তিত্বে বিশাসী, তবে এই লাভের মূল্য কেন বুঝিতেছেন না? আল্লাহ্‌র কসম! সেখানে যাইয়া আপনারা পরিতাপ করিবেন—হায়! আমরা দিবারাত্র ভরিয়া কেন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিলাম না? তাহা হইলে আজ আমরা প্রচুর মালদার হইয়া যাইতাম। আর আজকালের এই অর্থহীন ওযর-আপত্তি যাহা এখন কোরআন শিক্ষার ব্যাপারে করিতেছেন তজ্জন্য তখন পরিতাপ করিবেন।

॥ জ্ঞান প্রসূত ও স্বাভাবিক মহব্বত ॥

ধর্মপরায়ণ দ্বীনদার শ্রেণীর বিরুদ্ধেও আমার অভিযোগ আছে। তাঁহারাও কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন না। কেহ কেন এরূপ ওযর পেশ করিয়া থাকেন যে, আমরা অবসর পাই না। তালেবে এল্‌ম এবং মুদার্‌রেসগণ সাধারণতঃ এই ওযর পেশ করেন। কিন্তু ইহা নিছক অর্থহীন। কেননা, আমি দেখিতেছি, তাঁহারা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বহু সময় নষ্ট করিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা কোথা হইতে অবসর পান? কিন্তু আফ্‌সুস, কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের জন্য সামান্য পরিমাণ সময় দিতে পারেন না ঃ

قلق از سوزش پروانہ داری + ولے از سوز ما پروانہ داری

www.BANGLAKITAB.com

"পতঙ্গ অগ্নিদগ্ধ হইয়া মরিতেছে দেখিয়া অস্থির হইতেছ। কিন্তু আমার মহব্বতে তোমারও যে দগ্ধিভূত হওয়া উচিত সে বিষয়ে কোন পরওয়া নাই।"

বন্ধুবান্ধবদের খুশী করার জন্য তো এত চেষ্টা ; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলাকে খুশী করা সম্বন্ধে কোন চেষ্টা নাই। বলুন, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আখেরাতে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি অমুক দিন অমুক বন্ধুর সহিত এক ঘণ্টাকাল আলাপ করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছ। আমার সঙ্গে আধঘণ্টা সময়ও আলাপ করিবার অবসর পাও নাই ? তখন কি জবাব দিবেন ? সত্য উত্তর দিতে হইলে তো আপনাকে ইহাই বলিতে হইবে যে, نعوذ باللہ আল্লাহ্‌র সহিত আমার মহব্বত নাই। হাঁ, যদি ইহাই আপনার বক্তব্য হয়, তবে আপনাকে আমার বলিবার কিছুই নাই,কিন্তু আপনি ইহা বলিতে পারেন না। কেননা খোদার সহিত আপনার মহব্বত আছে। কারণ, আপনি মু'মেন। আর মু'মেনের অবস্থা এই যে : وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ "যাহারা ঈমানদার আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাহাদের মহব্বত অধিক।" সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সহিত নিশ্চয়ই আপনার মহব্বত আছে এবং এত মহব্বত আছে যত মহব্বত আর কাহারও সহিত নাই।

কেহ কেহ এ কথার মধ্যে ইতস্ততঃ করিতে পারেন যে, বাহ্যিক তো আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের পুত্র-পরিজনের সাথেই আমাদের মহব্বত বেশী। কিন্তু আপনাদের এই ধারণা ঠিক নহে। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে যে মহব্বত আছে তাহা স্বাভাবিক এবং সৃষ্টিগত, জ্ঞান প্রসূত মহব্বত নহে। ইতরপ্রাণীদেরও নিজ নিজ শাবক বা বাচ্চার প্রতি স্বাভাবিক মহব্বত আছে। অতএব, স্বাভাবিক মহব্বত স্থাপনে আপনারা আদিষ্টও নহেন ; বরং জ্ঞান বিবেচনার সাহায্যে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে মহব্বত স্থাপনের জন্য আপনাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে এবং প্রিয়জনের পূর্ণতা গুণের জ্ঞান ও বিবেচনা হইতেই তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাজেই জ্ঞান প্রসূত মহব্বত আল্লাহ্ ও রাসূলের সহিত অধিক হইয়া থাকে। তাঁহাদের সমকক্ষ মহব্বত আর কাহারও সহিত হইতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক পূর্ণতা গুণের অধিকারী আর কেহ নহে। আবার আল্লাহ্ তা'আলার পরে রাসূলের চেয়ে অধিক বরং তাহার সমকক্ষও কেহ নহে। সুতরাং হুযূরের সহিতও নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বত হইবে কিন্তু উহা জ্ঞান প্রসূত। চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, মুসলমানদের স্বাভাবিক মহব্বতও আল্লাহ্ এবং রাসূলের সাথেই অধিক। আর কাহারও স্বাভাবিক মহব্বতও এত বেশী নাই। কিন্তু কোন সাময়িক উদ্দীপকের প্রভাবেই উহা প্রকাশ পায়। একটি গল্প বলিতেছি তাহা হইতেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমাদের অঞ্চলে মরহুম মাওলানা মুযাফ্‌ফর হোসাইন নামে এক বুযুর্গ লোক ছিলেন। তিনি তাব্‌লীগ পরহেযগারীতে আমাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এক সময় তিনি গাড়হীপোখতা নামক স্থানে পদার্পণ

www.BANGLAKITAB.com

করিলে তথাকার মাতাব্বর সাহেব তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন: হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে:

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَّفْسِهٖ وَمَالِهٖ وَوَلَدِهٖ اَجْمَعِيْنَ *

"তোমাদের মধ্যে কেহ আল্লাহ্‌র রাসূলকে তাহার জান, মাল, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি অপেক্ষা অধিক ভাল না বাসা পর্যন্ত মু'মেন বলিয়া গণ্য হইবে না।"

কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, আমার পিতার প্রতিই আমার মহব্বত অধিক। হযরত মাওলানা তখন তাহাকে সময়োচিত একটি উত্তর প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি লোকটির এই সন্দেহকে কার্যকরীভাবে দূর করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন, যাহাতে তাহার মন অধিকতর নিঃসংশয় হইতে পারে। অবশেষে তিনি লোকটির সন্দেহের জবাব কার্যকরী ভাবে এইরূপে দিয়াছিলেন যে, কিছুক্ষণ পরেই কথায় কথায় হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল, বস্তুতঃ হুযূর (দঃ)-এর সম্বন্ধীয় আলোচনায় মুসলমান মাত্রই এক অনুপম আনন্দ ও স্বাদ পায়। উপস্থিত সকলেই তাহা নিতান্ত আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতে লাগিল এবং সেই মাতাব্বর সাহেবও খুব আগ্রহের সহিত শুনিতেছিলেন। মাওলানা ছাহেব যখন দেখিলেন যে, মাতব্বর সাহেব হুযূর (দঃ)-এর সম্বন্ধীয় আলোচনা খুব মগ্ন হইয়া শুনিতেছেন, তখন তিনি মধ্যস্থলে হুযূর(দঃ)-এর আলোচনা বন্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা খান সাহেব, হুযূরের (দঃ) আলোচনা আপাততঃ বন্ধ করা হউক, এখন আমি আপনার পিতার গুণানুবাদ ও ফযীলত সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিতেছি, তিনিও একজন খুব ভাল লোক ছিলেন। ইহা শুনিয়া মাতাব্বর সাহেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন, তওবা! তওবা!! হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলোচনার মাঝখানে আমার পিতার আলোচনা কোথা হইতে টানিয়া আনিলেন? না, না, আপনি হুযূরেরই আলোচনা করুন, হুযূরের মর্যাদা ও ফযীলতের সম্মুখে আমার পিতার কি অস্তিত্ব আছে যে, মাঝখানে আপনি অযথা তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া বসিলেন? ইহাতে আমার মনে দারুন ব্যথা লাগিয়াছে। মাওলানা ছাহেব হাসিয়া বলিলেন: কেন খান সাহেব; আপনি তো বলিতেছিলেন যে, আপনার পিতার প্রতিই আপনার মহব্বত অধিক বলিয়া মনে হয়; তবে হুযূরের আলোচনার মাঝখানে আপনার পিতার আলোচনা আসিতেই আপনার মনে ব্যথা হইল কেন? খান সাহেব বুঝিতে পারিলেন যে, মাওলানা ছাহেব তাঁহার প্রশ্নের কার্যকরী জবাব দিলেন। তৎক্ষণাৎ বলিলেন: "মাওলানা! جَزَاكَ اللّٰهُ "আল্লাহ্ আপনাকে ইহার বিনিময় দান করুন।" এখন আমার সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। আমি বিষয়টি পরিষ্কার বুঝিতে

www.BANGLAKITAB.com

পারিয়াছি। "আল্‌-হাম্‌দুলিল্লাহ্‌" হুযুর (দঃ)-এর সহিত আমার এমন প্রগাঢ় মহব্বত রহিয়াছে যে, পিতার মহব্বতের সহিত উহার কোনই তুলনা হয় না।

جزاک اللہ کہ چشمم باز کردی + مرا با جان جان ہمرا ز کردی

"আল্লাহ্‌ আপনাকে বিনিময় দান করুন, আপনি আমার চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন, আমাকে আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমের সহিত পরিচিত করিয়াছেন।"

অতএব, বন্ধুগণ! তুলনা করিলে বুঝা যায়, মুসলমান আল্লাহ্‌ ও রাসূলের সমান কাহাকেও ভালবাসে না। কোন উদ্দীপক বিষয় উপস্থিত হইলে তুলনা উপলব্ধি করা যায়। মনে করুন, আপনারই সম্মুখে এক ব্যক্তি আপনার পিতাকে গালি দিল, আর এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের শানে বে-আদবী করিল, বলুন তো এমতাবস্থায় কোন্‌ ব্যক্তির প্রতি আপনার ক্রোধ অধিক হইবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ও রাসূলের শানে যে ব্যক্তি বে-আদবী করিয়াছে তাহার প্রতিই অধিক রাগান্বিত হইবেন এবং আপনি তখন আত্মহারা হইয়া তাহার জিহ্বা ছিঁড়িয়া ফেলার জন্য প্রস্তুত হইবেন। যখন মুসলমান মাত্রেরই এই অবস্থা যে, সে নিজের এবং মাতা-পিতার অপমান বরদাশ্‌ত করিতে পারে কিন্তু আল্লাহ্‌ ও রাসূলের শানে সামান্য বে-আদবীও সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং এ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকুন যে, আপনাদের স্বাভাবিক মহব্বতও আল্লাহ্‌ এবং রাসূলের সাথেই বেশী, কিন্তু তাহা আপনি কোন উদ্দীপক বিষয়ের উৎপত্তিতে বুঝিতে পারেন। আর যখন বুঝিতে পারিলেন যে, আপনার মহব্বত আল্লাহ্‌ এবং রাসূলের সাথেই বেশী, তখন একথার কি অর্থ হইতে পারে যে, অর্থ না বুঝিয়া শুধু কোরআনের শব্দ পাঠ করিলে কি লাভ?

॥ আল্লাহ্‌ তা'আলার সহিত কথোপকথন ॥

বন্ধুগণ! কোন প্রেমিক যদি একটি অর্থহীন ভাষা রচনা করিয়া উহার সাহায্যে প্রেমিকের সহিত কথাবার্তা বলে এবং আশেক ব্যক্তি যদি সত্যিকারের আশেক হয়, তবে এই অর্থহীন ভাষাই তাহার দৃষ্টিতে মার্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষা অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেননা, উহা প্রিয় জনের ভাষা। পক্ষান্তরে কোরআনের ভাষা তো অর্থহীনও নহে; বরং নিতান্ত মার্জিত, উচ্চাঙ্গীন, বিচিত্র, বিস্ময়কর এবং অতি মধুর ভাষা। যাহারা কোরআনের অর্থ বুঝে তাহারা তো উহার বিশুদ্ধতা, উচ্চাঙ্গীনতা ও মাধুর্য বুঝিতে পারে, কিন্তু যাহারা অর্থ বুঝে না তাহারাও কোরআন তেলাওয়াতে বা কেরআত শ্রবণে খুব সাদ পায়, যাচাই করিয়া দেখুন। আর যাহারা কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে অভ্যস্ত তাহারা তো ইহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট লাভ করিয়াছেন। কোন সময় কোনও সুন্দর এল্‌হানের ক্বারী পাইলে তাঁহার একটু কেরআত শুনিয়া দেখুন—অর্থ বুঝা ব্যতীতই স্বাদ পান কি না? আল্লাহ্‌র কসম!

www.BANGLAKITAB.com

সময় সময় অর্থ বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তিও এত মোহিত হইয়া পড়েন যে, প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং কোরআনের অবস্থা এইরূপ মনে করুন ঃ

بہار عالم حسنش دل و جان تازہ می دارد + برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب معنی را

"প্রিয়জনের জগতময় সৌন্দর্যের বসন্তময়-প্রাণকে আমোদিত করিয়া রাখে—বাহ্য-দর্শীদিগকে মনোহর রূপ দ্বারা আর ভাবান্বেষীদিগকে মনোরম গন্ধ দ্বারা।" আবার রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বাণী হইতে ইহাও জানিতে পারিয়াছেন যে, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা যেন আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কথা বলা। সুতরাং বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আপনি আশেক হইয়া মা'শুকের সহিত কথা বলিতে চাহেন না, অথচ মা'শুকের সহিত একটু আলাপ করার সুযোগ সন্ধানে নানাবিধ বাহানা ও কৌশল খুঁজিয়া বেড়ানই মহব্বতের লক্ষণ।

হযরত মূসাকে আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسٰى "হে মূসা! তোমার ডান হাতে ইহা কি?" ইহার উত্তরে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, "লাঠি;" কিন্তু তাঁহার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মহব্বত ছিল বলিয়া তিনি এই সুযোগটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিলেন এবং বিস্তারিত ভাবে উত্তর করিলেন ঃ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِيْ "ইহা আমার লাঠি, ইহার উপর আমি ভর দিয়া চলি, ইহা দ্বারা আমার বক্‌রীর পালের জন্য গাছের পাতা ঝাড়িয়া লই।" কত দীর্ঘ উত্তর! প্রথমে 'هِيَ' সর্বনামটি এবং শেষেরদিকে প্রথম পুরুষের সর্বনাম 'ى' বৃদ্ধি করিয়াছেন, তদুপরি আবার লাঠির উপকারিতাও পূর্ণ দুইটি বাক্যে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আবার বলিয়াছেন ঃ وَلِيَ فِيْهَا مَآرِبُ أُخْرٰى "এবং ইহাতে আমার আরও অনেক কাজ হয়।" এই কথাটুকু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য এই যে, সম্মুখের দিকে যেন আরও কথা বলার সুযোগ থাকে। কেননা, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"আচ্ছা মূসা! তোমার সেই কাজগুলি কি কি? তাহাও বর্ণনা কর।" তখন তিনি আরও কথা বলার সুযোগ পাইবেন, কিংবা তিনি নিজেই আরয করিবেন, ইয়া আল্লাহ্! তখন আমি আমার কাজগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেই নাই এখন তাহা ব্যক্ত করিতে বাসনা। মোটকথা, ভবিষ্যতে কথা আরও বাড়াইবার সুযোগ রাখিয়া দিলেন। এই কথাটি এখন আমার মনে পড়িয়াছে, ইতিপূর্বে মনে পড়ে নাই।

ফলকথা, প্রেমিকগণ প্রিয়তমের সহিত আলাপ করিতে আশ্চর্য ধরণের আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। আর এই মহামূল্য সম্পদ মুসলমানগণ ঘরে বসিয়া প্রত্যেক সময়ে লাভ করিতে পারে। যখন ইচ্ছা তাহারা আল্লাহ্ তাআলার সহিত কথাবার্তা বলিতে পারে। অর্থাৎ, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিলেই এই অনুপম সম্পদ লাভ করা যায়, ইহা সত্ত্বেও বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, অর্থ না বুঝিয়া কোরআন শরীফ পড়াকে নিষ্ফল মনে করা হয়। এই লাভ কি কম? বন্ধুগণ! ইহা অতি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যাহাদের

www.BANGLAKITAB.com

অন্তরে আল্লাহ্‌র জন্য মহব্বত আছে কেবল তাঁহারাই সম্পদের মূল্য বুঝিতে পারেন। অতএব, শুধু মহব্বতের প্রয়োজন। আশেকদের অবস্থা তো এইরূপ যে, মা'শুকের নাম শুনিয়াও তাঁহারা আনন্দ অনুভব করেন। কোন কবি বলেন :

اَلَا فَاسْقِنِي خَمْرًا وَقُلْ لِي هِيَ خَمْرٌ + وَلَا تَسْقِنِي سِرًّا مَتَى اَمْكَنَ الْجَهْرُ -

"অর্থাৎ, আমাকে শরাব পান করাও এবং মুখে বলিতে থাক, ইহা শরাব, ইহা শরাব, আর যখন প্রকাশ্যে সম্ভব হয় তখন আমাকে গোপনে শরাব পান করাইও না।" শরাবের পেয়ালা মুখের সহিত যুক্ত হওয়ার পরে আবার শরাবের নাম লওয়ার প্রয়োজন কি ? ইহার রহস্য এই যে, প্রিয় বস্তুটির নাম শুনিতেও আনন্দ লাগে। কাজেই খোদার নাম শুনিয়া মুসলমানের আনন্দ না হওয়া বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! যদি খোদার নামে মুসলমান আনন্দই পায়, তবে কোরআনের চেয়ে অধিক খোদার নাম কোন্ কিতাবে আছে ? প্রায় প্রত্যেকটি আয়াতেই বার বার খোদার নাম আসিয়া থাকে, আবার স্থানে স্থানে খোদার তা'রীফ ও প্রশংসা এমন সুন্দর ভাবে করা হইয়াছে যে, ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর আর কেহ করিতে পারে না। যদিও খোদার যিক্‌রের আরও পন্থা আছে, কিন্তু নামায এবং তেলাওয়াতে কোরআন অপেক্ষা অধিক ভাল কোন পন্থাই নাই। এই কথাটি হাদীস দ্বারা আরও বিস্তারিত ভাবে প্রমাণিত রহিয়াছে।

॥ আল্‌ফাযে-কোরআনের প্রতি মহব্বত ॥

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরআনের শব্দগুলিকে এত ভালবাসিতেন যে, তিনি নিজে তো তেলাওয়াত করিতেনই, তথাপি একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ)কে বলিলেন : "আমাকে কোরআন শুনাও।" তিনি বলিলেন : (او كما قال) ؟ اَعَلَيْكَ اَقْرَأُ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ
"অর্থাৎ, আমি হুযূরকে কোরআন শুনাইব ? অথচ কোরআন হুযূরের উপরই অবতীর্ণ হইয়াছে!" তিনি বলিলেন : "হাঁ, অপরের মুখে শুনিতে চাই।" ভাবিয়া দেখুন, হুযূর (দঃ) একজন ছাহাবীর নিকট এই আকাঙ্ক্ষা কেন জানাইলেন ? অথচ সমগ্র কোরআনই তাঁহার হেফ্‌য ছিল এবং উহার অর্থ সহ তাঁহার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। শুধু এই জন্য যে, কোরআনের শব্দগুলিকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন এবং অপরের মুখে শুনিবার সময় একাগ্রতা আসে বলিয়া তাহাতে অতিরিক্ত স্বাদ পাওয়া যায়। সুতরাং এখন আপনারা বুঝিতে পারিলেন যে, অর্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কোরআনের শুধু শব্দগুলিরও উদ্দেশ্য আছে।

বন্ধুগণ! কোরআনের শব্দগুলির উপকারিতা বা লাভ ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন তেলাওয়াতকারীদের প্রতি